রাশিয়ায় ইহুদি এবং খ্রিস্টান উপাসনালয়ে হামলা, নিহত ২৩

সারে-জমিন

বন্ধ হয়ে গেল ৭০ বছরের পুরনো ব্রিটানিয়া কারখানা

রূপসী বাংলা

কিম-পুতিনের 'কৌশলগত অংশীদারিত্ব'

সম্পাদকীয়

৪-১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য মেধা অন্বেষণ

স্টাডি পয়েন্ট

সেমিফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিদায়

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

মঙ্গলবার
২৫ জুন, ২০২৪
১১ আষাঢ় ১৪৩১
১৮ জিলহজ, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 170 ■ Daily APONZONE ■ 25 June 2024 ■ Tuesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

সংসদের প্রথম দিনে সংবিধান নিয়ে উত্তাল

আপনজন ডেস্ক: সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন সাংসদ হিসেবে শপথ নিতে যান, তখন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী প্রধানমন্ত্রীকে সংবিধানের একটি কপি দেখান। প্রতীকী ইঙ্গিতের ব্যাখ্যা দিয়ে রাহুল গান্ধী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে মাহতাবকে প্রোটেম স্পিকার নিয়োগ করে সংবিধানকে আক্রমণ করার অভিযোগ করেছেন। তিনি বলেন, বিরোধীরা সংবিধানের উপর আক্রমণ হতে দেবে না। সংবাদ সংস্থা পিটিআই অনুযায়ী রাহুল গান্ধি জানান, এই হামলা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। অষ্টাদশ লোকসভার উদ্বোধনী অধিবেশনে আটবারের সাংসদ কোডিকুন্নিল সুরেশের দাবিকে উপেক্ষা করে প্রোটেম স্পিকার ভর্তৃহরি মাহতাবের নিয়োগের বিরুদ্ধে গান্ধী মূর্তির কাছে ভারতীয় ব্লকের নেতারা বিক্ষোভ দেখান। কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ বলেন, শাসক দল তাদের ঔদ্ধত্য ভুলে যায়নি। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তারা দেশের মূল বিষয়গুলিকে উপেক্ষা করছে। কে সুরেশকে প্রোটেম স্পিকার হিসেবে নিয়োগ করা হলে ভারতের গোটা দলিত সম্প্রদায় এক ঐতিহাসিক দৃশ্যের সাক্ষী হতে পারে। আজ বিজেপি শুধু কংগ্রেস, ইন্ডিয়া জোট এবং কে সুরেশকে উপেক্ষা করেনি, গোটা দলিত সম্প্রদায়কে উপেক্ষা করেছে।

অধিবেশন শুরুর কয়েক মিনিট আগ, প্রধানমন্ত্রী সংসদ প্রাঙ্গণে সংবাদমাধ্যমের সামনে একটি প্রথাগত ভাষণে ৫০ বছর আগে দেশে জারি করা জরুরি অবস্থা নিয়ে বিরোধীদের কটাক্ষ করেন। মোদি বলেন, ২৫ জুন ভারতের গণতন্ত্রের কালো দাগকে জরুরি অবস্থা হিসেবে চিহ্নিত করার ৫০ বছর পূর্ণ হবে। তার বিরোধিতায় কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে হতাশা প্রকাশ করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রাক অধিবেশন ভাষণে নিট পেপার ফাঁস, নিয়োগ পরীক্ষায় দুর্নীতি, সাম্প্রতিক ট্রেন দুর্ঘটনা এবং মণিপুরে চলমান হিংসার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলতে ব্যর্থ হয়েছেন।

টাকা তোলার মাস্টার নয়, জনসেবক চাই: মুখ্যমন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: তেরো বছর আগে, ২১ জুলাইয়ের বৃষ্টিভেজা দুপুরে ব্রিগেড প্যারেড ময়দান থেকে ক্ষমতায় আসার কয়েক মাস পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর দলীয় সমর্থকদের বলেছিলেন, তিনি বাংলার "উন্নয়নের" জন্য ভূতের মতো পরিশ্রম করছেন। আর সোমবার মুখ্যমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রিসভার কয়েকজন সহকর্মী, মুষ্টিমেয় বিধায়ক এবং আমলাদের কাছে জানতে চান তিনি বাংলার শহর ও শহরগুলির রাস্তাগুলিতেও ঝাড়ু দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে কিনা।

সোমবার নবান্নে এক বৈঠকে মমতা বলেন, কিছু ব্যক্তির কাজের জন্য সরকার বদনাম করবে না। টাকা তোলার মাস্টার চাইছি না। জনসেবক চাইছি। আগামি দিন তরাই টিকিট পাবে।

সোমবারের বৈঠকে সিপিএম ও কংগ্রেস পরিচালিত দুটি পুরসভা নদিয়ার তাহেরপুর ও পুরুলিয়ার ঝালদহের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।

মমতার নেতৃত্বাধীন তৃণমূল বাংলার ৪২টি লোকসভা আসনের মধ্যে ২৯টি আসনে বিরোধীদের পরাজিত করলেও ফলাফলের ক্ষুদ্র বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, তৃণমূল ততটা স্বস্তিতে নেই।

কলকাতার দুটি আসনে তৃণমূল জিতলেও ৯৩টি ওয়ার্ডে এগিয়ে এবং কলকাতা পুরসভার ৪৮টি ওয়ার্ডে বিজেপি এগিয়ে ছিল। বোলপুর, গোবরডাঙা, কৃষ্ণনগর, বালুরঘাট, রায়গঞ্জ, বর্ধমান, ইংরেজবাজার, ঝাড়গ্রাম, বারাসত,

অশোকনগর, মধ্যমগ্রাম, বনগাঁ, কাটোয়া, কালনা, আলিপুরদুয়ার, বালুরঘাট প্রভৃতি পুরসভাতেও এগিয়ে রয়েছে বিজেপি।

শহরাঞ্চলে তৃণমূলের খারাপ ফলের পেছনে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের, বিধায়ক, কাউন্সিলর, পঞ্চায়েত সদস্য এবং আমলাদের একাংশকে দায়ী করেছেন মমতা।

তাঁর কথায়, মানুষ পুরসভায় পরিষেবার জন্য যান। অধিকাংশ পঞ্চায়েত ও পুরসভা মানুষের জন্য কাজ করছে না। জবরদখলকে উৎসাহিত করা হচ্ছে, অবৈধ ভবন নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। সোমবার হাতে একগুচ্ছ কাগজ নিয়ে বলেন মমতা, যা তিনি বারবার উল্লেখ করেছেন।

আজ আমার কথা বলার পালা, তোমার কথা শোনার। মানুষ পরিষেবা না পেলে পঞ্চায়েত-পুরসভার প্রয়োজন হবে কেন? পুরসভা শুধু আমাদের সঙ্গে আলোচনা না করেই কর বাড়ায়। মমতা বলেন, ২০১১ সাল থেকে তাঁর সরকার নগরোন্নয়নের জন্য ৫১,৫০০ কোটি টাকা দিয়েছে। আবর্জনার ভ্যাট উপচে পড়ছে, বেআইনি পার্কিং ব্যাপক, সংযোজিত এলাকায় কোনও উপযুক্ত রাস্তা নেই। এখন থেকে বিপথগামী কর্মকর্তাদের কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হবে। রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বোসের বিরুদ্ধে রাজারহাটে জবরদখলে উৎসাহ দেওয়ার অভিযোগ এনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বালি পুরসভাকে অবহেলার অভিযোগে অভিযুক্ত মহকুমা আধিকারিক অমৃতা রায় বর্মনের নাম নেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের প্রতিটি অংশে একাধিক স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে।

উল্লেখ্য, ২০১১ সাল থেকে মমতার নেতৃত্বে বাংলায় ক্ষমতাসীন দল তৃণমূল এবং কাগজে-কলমে তাদের বর্তমান শক্তি ২১৩। বিজেপি থেকে বেশ কয়েকজন দলত্যাগী যোগ করলে দলের ঝুলিতে আরও অন্তত ১০ জন বিধায়ক রয়েছেন।

বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ গোলাম আহমাদ মোর্তজা সাহেব রহ. প্রতিষ্ঠিত

মামুন ন্যাশনাল স্কুল

বয়েজ ক্যাম্পাস : মেমারি, পূর্ব বর্ধমান
গার্লস ক্যাম্পাস : শ্যামসুন্দরপুর (পানাগড়), পূর্ব বর্ধমান
পাণ্ডুয়া রেলস্টেশন, হুগলি

মাধ্যমিক স্তরে ইংরাজি পড়ানোর অভিজ্ঞতা বা যোগ্যতাসম্পন্ন একজন পুরুষ শিক্ষক এবং একজন মহিলা আবাসিক শিক্ষিকা প্রয়োজন।

কোয়ালিফিকেশন : ইংরাজি অনার্স
(এম.এ. এবং বি.এড থাকলে ভালো)

সাম্মানিক : যোগ্যতা অনুযায়ী (ইন্টারভিউ এর পরে)

ছবি সহ CV এবং সমস্ত মার্কশীট
১৫ দিনের মধ্যে ই-মেল বা হোয়াটস্যাপ করুন

E-mail : mamoonschool@gmail.com
Whatsapp : 80 16 64 13 23

Postal Address : Memari Ward No. 6
P.O. & P.S. : Memari, Pin : 713146, Purba Bardhaman

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে (আরতি ও ইউনিপন) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ 40% মার্কস।

HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM
(3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card
(Director)

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান

যোগাযোগ
6295 122937 / 93301 26912
9732 589 556

প্রথম নজর

দলবদলে জের, উলুবেড়িয়ার টিকে-২ অঞ্চল তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের টি কে ২ অঞ্চলের একমাত্র আইএসএফের সমিতি সদস্য শেখ ইশরাক আলী উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক ডা নির্মল মাজির হাতে পতাকা নিয়ে দলে যোগ দিলেন। আমতা দলীয় কার্যালয়ে ডা নির্মল মাজির নেতৃত্বে এবং পতাকা নিয়ে অঞ্চলের রাজখোলা গ্রাম সভার সদস্য শেখ আকবর আলি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। উপস্থিত ছিলেন উত্তর কেন্দ্রের দলীয় সভাপতি বিমল দাস, উলুবেড়িয়া ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি শেখ ইলিয়াস, কেন্দ্রের সহ সভাপতি, শুভজিত সাহা বাপ্পা, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক এস এম শামসুদ্দিন, শেখ রুহুল আমিন, শেখ সাবির আলী, শেখ জাহির আহমেদ প্রমুখ। এই পরিবর্তনের ফলে টি কে ২ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে এল।

প্রতিবন্ধীকে হুইল চেয়ার প্রদান

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: প্রতিবন্ধীকে হুইল চেয়ার প্রাদন করলো গলসি বর্ধমান আব্দুল কালাম ওয়েলফেয়ার সোসাইটি নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। এদিন বৈকালে সংস্থার সদস্যরা গলসি থানার শ্রীধরপুর গ্রামের প্রতিবন্ধী কেয়া নায়েক এর বাড়িতে যান। সেখানেই তার হাতে হুইল চেয়ার তুলে দেওয়া হয়। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ওই কাজে খুশি হয়েছেন কেয়ার পরিবারের লোকেরা। তার বাবা শ্যামপদ নায়েক বলেন, আমি অনেক জায়গায় একটি হুইল চেয়ারের সাহায্য করেছি। কোথাও ব্যবস্থা করতে পারিনি। এনারা আজকে হুইল চেয়ারটি দেওয়াতে আমার মেয়ের অনেকটা সুবিধা হবে। কারন সে হাঁটাচলা করতে পারে না। এক জায়গায় বসে থাকে। বর্তমানে হুইলচেয়ারটি পাওয়ায় আমার মেয়ের সাথে সাথে আমিও বেশ খুশি হয়েছি।

ছাত্র ফাইজানের মৃত্যু নিয়ে সিপিএমের বিক্ষোভ খড়্গপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● খড়্গপুর

আপনজন: গত ১৪ অক্টোবর ২০২২ এ খড়্গপুর আই আই টি'র ছাত্র ফয়জান আহমেদের এবং ১৭ ই জুন,২০২৪ এ দেবিকা পিল্লাই এর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। এই দুই মৃত্যুকে খুন বলে দাবি করে সোমবার আই আই টি মেন গেট অবস্থান, বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো সি পি আই এমের খড়্গপুর শহর দক্ষিণ এরিয়া কমিটির নেতৃত্বে।

সিপিআইএম এর পক্ষ থেকে দাবি হয় অবিলম্বে হাইকোর্টের নজরদারিতে সিবিআই কে তদন্তের দায়িত্ব দিতে হবে এবং দোষীদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্ত মুলক শাস্তি দিতে হবে৷ আরও দাবি করা হয়, খুনের ঘটনাকে নিছক আত্মহত্যা বলে মানুষের কাছে হাজির করার জন্য ও নিজ কর্তব্যের গাফিলতির জন্য ডাঈরেক্টর অধ্যাপক ভি কে তিওয়ারী ও সিনিয়র সিকিউরিটি অফিসার পারমদ কুমারের গ্রেপ্তার ও পদত্যাগ করতে হবে।

এদিনের কর্মসূচিতে ডাইরেক্টর ভিকে তিওয়ারী ও সিনিয়র সিকুরিটি অফিসার পারমদ কুমারের কুশপুতলিকা দাহ করা হয়। এদিনের কর্মসূচিতে অমিতাভ দাস, সবুজ ঘোড়াই, স্মৃতিকণা দেবনাথ ও হরেকৃষ্ণ দেবনাথ প্রমুখ সি পি আই এম নেতৃত্ব বক্তব্য রাখেন। এদিন খড়্গপুর টাউন থানায় সিপিআইএম এর পক্ষ থেকে ভিকে তিওয়ারী ও পারমদদের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়।

পাশাপাশি যতক্ষন না সত্য উৎঘাটিত হয়ে দোষীরা দৃষ্টান্ত মুলক শাস্তি পাবে ততদিন লাঘাতার আন্দোলন কর্মসুচি চলবে বলে সি পি আই এম পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়।

তারাতলার ৭০ বছরের পুরনো ব্রিটানিয়ার কারখানা বন্ধ হয়ে গেল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: তারাতলা ব্রিটানিয়া কোম্পানির প্রোডাকশন বন্ধ হয়ে গেলো।তারাতলা ব্রিটানিয়া কোম্পানি বন্ধ হয়ে গেলো। স্থায়ী অস্থায়ী সহ প্রায় ৩৮০ জন শ্রমিকের চাকরি গেলো। সূত্রের খবর স্থায়ী কর্মী ছিল ১২২ জন, অস্থায়ী ছিল ২৫০ জন। আড়াই হাজার টন প্রোডাকশন হতো প্রতিবছর। ২০০৪ সাল থেকে যে আড়াইশো জন ক্যাজুয়াল স্টাফ কাজ করছে তাদেরকে কোম্পানি কোন টাকা পয়সা না দিয়ে এই কোম্পানি বন্ধ করে দিল বলে অভিযোগ। এমনই অভিযোগ অস্থায়ী কর্মীদের। পার্মানেন্ট স্টাফ যারা ১০ বছরের উপরে চাকরি করছে তাদের এক এক জনকে বাইশ লাখ পঁচিশ হাজার টাকা এককালীন দিয়েছে কোম্পানি।

ছ থেকে দশ বছরের নিচে যারা চাকরি করেছে তাদেরকে ১৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা দিয়েছে কোম্পানি। তাঁর

নিচে যারা চাকরি করেছে তাদেরকে ১৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা করে দিয়েছে কোম্পানি।

কিন্তু অস্থায়ী কর্মীদের কোন টাকা পয়সা এখনো পর্যন্ত দেয়নি কোম্পানি। ওই কারখানার অস্থায়ী কর্মীরা আন্দোলনে নামার হুমকি দিয়েছে।মোটা অংকের টাকা পেয়ে স্থায়ী কর্মীরা স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করে ওই কারখানা থেকে। জমজমাট ব্রিটানিয়া কারখানা চত্বর এখন জনমানবহীন। আর সেখানে বাজবে না ভো শব্দে সাইরেন।

মূল ভূখণ্ডে জুড়তে চলেছে গঙ্গাসাগর, মুড়িগঙ্গায় সেতু তৈরির কাজ শুরু হচ্ছে

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● সাগর

আপনজন: সুন্দরবন তথা সাগর বাসীদের স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে এবার। এবার মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে জুড়তে চলেছে গঙ্গাসাগর। বিদ্যুতের টাওয়ারের পাশ দিয়েই মুড়িগঙ্গার সেতু তৈরি হতে চলেছে। এবারের রাজ্য সরকারের বাজেটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন, মুড়িগঙ্গা নদীর উপর সেতু রাজ্য সরকারই তৈরি করবে। আর ভোট মিটতেই সেই সেতু নির্মাণের প্রস্তুতি শুরু করে দিল প্রশাসন।কবেথেকে এবং কীভাবে এই সেতু তৈরি হবে, নদীর উপর কোন অংশ দিয়ে সেটি যাবে এসব নিয়ে কিছু পরিকল্পনা ও হয়েছে। সরকারি সূত্রে জানা গেল,ইতিমধ্যে এই সেতুর প্রাথমিক একটি নকশা তৈরি করেছেন ইঞ্জিনিয়াররা।

সেখানে দেখা যাচ্ছে, মুড়িগঙ্গা নদীর উপর বসানো বিদ্যুতের টাওয়ার গুলির সমান্তরালে এই সেতুটি তৈরি হবে। পূর্তদপ্তর দপ্তর সূত্রে জানা গেল, এই সেতু তৈরি করতে অন্তত চার-পাঁচ বছর লাগবেই। এই সময়কালে ভেসেল

পরিষেবা যাতে বিঘ্নিত না হয়, তা মাথায় রেখেই পরিকল্পনা করতে হচ্ছে। তাই জেটিঘাট থেকে দূরে একটি জায়গা চিহ্নিত করে সেখান থেকে সেতুর কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, বহু বছর আগে সমীক্ষা করে লট এইট থেকে কচুবেড়িয়া পর্যন্ত বিদ্যুতের টাওয়ারগুলি নির্দিষ্ট রুট ধরে বসানো হয়েছে। মোটের উপর ওই পথ ধরেই সেতুটি নিয়ে যাওয়া গেলে বাড়তি পরীক্ষা নিরীক্ষা খুব একটা করতে হবে না।সময় এবং সরকারের খরচ, দু'য়েরই সাশ্রয় হবে। প্রস্তাবিত এই সেতুটির মোট দৈর্ঘ্য হবে ৪.৭৬ কিলোমিটার। দু'টি বাঁক থাকবে সেতুতে।লট এইট এবং কচুবেড়িয়ার দিকে অ্যাপ্রোচ রোড তৈরি করতে ১২ একর জমি প্রয়োজন। মুড়িগঙ্গার উপরের অংশ হবে ৩১৬৮ মিটারের। লট এইটের দিকে অ্যাপ্রোচ রোড হবে ৯৩২ মিটার এবং কচুবেড়িয়ার দিকে থাকবে ৬৬০ মিটারের অ্যাপ্রোচ রোড। সেই জমি সরকার কিনে নেবে। এখন তার জন্য সমীক্ষা চালানো হচ্ছে। মুড়িগঙ্গা দিয়ে অনেক জাহাজ চলাচলকরে।আর তাই সেই কথা মাথায় রেখে নদীর জলস্তর থেকে ১২ থেকে ১৩ ফুট উচ্চতায় সেতুটি তৈরি করা হবে বলে ঠিক হয়েছে।এও জানা গেল, কল্যাণীর ঈশ্বর গুপ্ত সেতুর যে ধরন, এখানেও ঠিক সেই ধাঁচে সেতু হবে। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পরিভাষায় একে বলে 'পিএসসি সেগমেন্টাল বক্স গার্ডার এক্সট্রা ডোজড ব্রিজ'। এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, সেতুর কাঠামো সেতুর মূল গার্ডারের শক্তি বৃদ্ধি করবে। নদীর উপর দুটি পিলারের মাঝে ১৫০ মিটারের তফাৎ থাকার কথা রয়েছে। মূল দুই লাইনের সঙ্গে থাকবে একটি রিকভারি লেনও। অর্থাৎ,তিন লাইনের ক্যারিয়েজওয়ে থাকবে এই সেতুতে। সূত্রের খবর, রাইটসকে এই প্রকল্পের ডিপিআর তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাজ্য পূর্ত দপ্তরের তরফে। যার শেষ পর্যায়ের কাজ চলছে। তবে প্রকল্পের খরচ অনেকটাই বাড়ছে বলেই জানা গিয়েছে। আগে এই সেতুর নির্মাণ খরচ বাবদ ১২০০ কোটি টাকা ধরা হলেও, বর্তমান হিসাব অনুযায়ী এর খরচ গিয়ে দাঁড়াচ্ছে প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

কুমির নিয়ে গেল ১৩ বছর বয়সি বালককে

হাসান লস্কর ● পাথরপ্রতিমা

আপনজন: পেটের জ্বালা বড় জ্বালা অভাবের তাড়নায় মানুষ কিনা করে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার পাথরপ্রতিমা ব্লকের জিপ্লট গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবর্ধনপুর কোস্টাল থানা এলাকায়। নদীতে দোন ফেলতে গিয়ে কুমিরের পেটে গেল তেরো বছরের নাবালক। নাবালকের নাম মানিক ভোক্তা (১৩)বাবার নাম হুকুম বক্তা, বাড়ি সত্য দাসপুর এলাকায়।

ইতিমধ্যে গোবর্ধনপুর কোস্টাল থানার পুলিশ ও বন দপ্তরে কর্মীরা এবং শাসকদলের অঞ্চল সভাপতি শেখ নুর ইসলামের ব্যবস্থাপনায় লঞ্চ এবং ট্রলার নিয়ে নদীতে খোঁজা শুরু করেছে।

সাড়ম্বরে পালিত উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস

এম মেহেদী সানি ● বারাসত

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের ৩৮ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হল সোমবার।

রাজ্যের মধ্যে অন্যতম বৃহৎ জেলা হিসেবে পরিচিত উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদে বর্তমান ৬৬ আসনেই তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় রয়েছে।

২০২৩ সালের ১৬ই আগস্ট জেলা পরিষদের সভাধিপতি হিসেবে নারায়ণ গোস্বামী শপথ গ্রহণের পর এই প্রথম প্রতিষ্ঠা দিবস, ফলে অনুষ্ঠান ঘিরে উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় সহ জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী, অধ্যক্ষ আরশাদ-উর-জামান, কর্মাধ্যক্ষ অজিত কুমার সাহা, একেএম ফারহাদ, মফিদুল হক সাহাজি, বুরহানুল মুকাদ্দিম লিটন, শাহানুর মন্ডল, জাহানারা বিবি, ডিপিএসি'র চেয়ারম্যান দেবব্রত সরকার সহ জেলা পরিষদের প্রায় সকল সদস্য এবং একাধিক বিশিষ্টজনেরা।

সোমবার বারাসত রবীন্দ্র ভবনে আয়োজিত জেলা পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জেলা পরিষদের উন্নয়নকে ভিডিওগ্রাফির মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয়, পাশাপাশি রাজ্যের মেধাতালিকায় স্থান পাওয়া উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকে কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। যে তালিকায় ছিল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, মাদ্রাসা বোর্ড, সিবিএসসি, আইসিএসসি বোর্ডের শিক্ষার্থীরা। শুধু তাই নয় এদিন গান গেয়ে

মাতালেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি শিল্পী নারায়ন গোস্বামী নিজেই। সংগীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট শিল্পী শুভমিতাও।

অনুষ্ঠানের স্বাগত ভাষণে দর্শক আসনে থাকা জেলাবাসীর মন কাড়েন নারায়ণ গোস্বামী।

সভাধিপতির বক্তব্যে সৌজন্যতার বার্তা দিতে দেখা যায়, তাঁর কথায়, 'রাজনৈতিক রঙের উর্ধ্বে উঠে জেলাবাসীর জন্য নিরবিচ্ছিন্নভাবে জেলা পরিষদের কর্মপ্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।'

এ দিন বিশেষ কোনো রাজনৈতিক বক্তব্য না রাখলেও স্মরণ করিয়ে দেন দীর্ঘ ৩৪ বছরের বাম সরকার রাজনীতির উর্ধে উঠে সার্বিকভাবে মানুষের কাজ করতে পারেনি। কিন্তু বিরুদ্ধ মতের মানুষরাও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত হন না। উদাহরণ স্বরুপ সে সময় তিনি লক্ষ্মীর ভান্ডার, স্বাস্থ্যসাথী সহ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক সামাজিক প্রকল্প গুলির সুবিধা প্রাপকদের পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। পাশাপাশি জেলা পরিষদের কর্মকাণ্ডের খতিয়ান তুলে ধরেন নারায়ন।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার জেলা পরিষদের কর্মকান্ড এবং সভাধিপতি নারায়ণসহ তার পুরো টিমের প্রশংসায় পঞ্চমুখ রাজ্যের মন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়।

এদিন প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় নারায়নের বক্তব্যের রেশ ধরেই রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী বলেন, 'আগে কাজের জন্য মানুষকে সরকারি অফিসের আধিকারিকদের কাছে ছুটতে হত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন,

এখন সরকার মানুষের দুয়ারে পৌছে সমস্যার সমাধান করছে।' আর সেই সমস্ত কাজে জেলা পরিষদেরও যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে বলে মন্তব্য করেন শোভন দেব।

দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানে নৃত্য সংগীতের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান আরও জোরালো হয়ে ওঠে। সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী নিজেই দীর্ঘক্ষন সংগীত পরিবেশন করেন।

তারপর সংগীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট গীতিকার শুভমিতা।

অযোগ্য পানীয় জল, প্রতিবাদে টাকি রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: কয়েকদিন ধরে বসিরহাটের বিভিন্ন এলাকায় খাবার অযোগ্য পানীয় জল নল দিয়ে সরবরাহ হচ্ছে। এর প্রতিবাদ করে নাগরিকরা। কিন্তু সমস্যা না মিটলে সোমবার সকালে রাস্তার উপর টাওয়ার জ্বালিয়ে বেঞ্চ পেতে অবরোধ করে পৌর নাগরিকরা।

উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট পৌরসভার ১২ ও ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের ঘড়িবাড়ি ত্রিমোহিনী ,কালিবাড়ি সহ একাধিক এলাকায় পানীয় জলের সমস্যায় বেশ কিছুদিন ধরে বারবার প্রশাসনকে জানিয়ে কোন লাভ হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে টাকি রোডের ওপর টায়ার জ্বালিয়ে বেঞ্চ পেতে সোমবার অবরোধ করেছে স্থানীয় বাসিন্দারা। তাদের দাবি বেশ কয়েকদিন ধরে জলে দুর্গন্ধ ,খাবার অযোগ্য জল সরবরাহ হচ্ছে।এমনকি এই জল খেয়ে শিশু থেকে বাচ্চারা পেটের রোগে ভুগছেন। বারবার জানিয়ে কোন ফল হয় নি। বাধ্য হয়ে তাই সোমবার আমরা অবরোধ করেছি। এর ফলে রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়েছে। ঘটনাস্থলে বসিরহাট থানার পুলিশ। পৌরসভার চেয়ারম্যান অদিতি মিত্র রায়চৌধুরী বলেন ,অমৃত প্রকল্পের পানীয় জলের পাইপ লাইন বসানোর কাজ চলছে। যার জন্য সমস্যায় পড়তে হয়েছে। মাঝে মাঝে পাইপ ফেটে যাচ্ছে। যার কারণে নিচে নোংরা ও দূষিত জল পাইপের মধ্যে ঢুকে গিয়ে এই জল পড়ছে। আমরা দ্রুতই সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা চালাচ্ছি। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে দীর্ঘক্ষণ ধরে ক্ষুব্ধ নাগরিকদের সঙ্গে আলোচনা করে উপযুক্ত আশ্বাস দিলে অবরোধ উঠে যায়। তবে সপ্তাহের প্রথম দিনে দীর্ঘক্ষণ বসিরহাটে এই অবরোধের দরুন ওই এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি

তরুণীর দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল বারুইপুরে, প্রেমিক সহ গ্রেফতার ২

জাহেদ মিস্ত্রী ● বারুইপুর

আপনজন: এক তরুণীর দেহ উদ্ধার কে ঘিরে চাঞ্চল ছড়ালো বারুইপুরে। ঘটনাটি ঘটেছে বারুইপুর থানা অন্তর্গত ধপধপি দু নম্বর পঞ্চায়েতের মদনপুর এলাকায়। মৃত তরুণীর নাম তনুশ্রী মন্ডল (২২)। পরিবারের সূত্রে খবর তনুশ্রীর বাড়ি সোনারপুর থানা অন্তর্গত কুরিগাছি এলাকায়। কিছুদিন আগে বারুইপুর মদনপুরে মামা গৌতম মন্ডলের বাড়িতে আসে। তনুশ্রী শারীরিক ভাবে সক্ষম ছিল। মামার বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয় তনুশ্রী।মামা গৌতম মন্ডল ২১ তারিখে বারুইপুর থানায় একটি অভিযোগ করে। তার ভাগ্নি নিখোঁজ। ২৩ তারিখে সকালে মামার বাড়ি পাশে একটি জলাশয় থেকে তনুশ্রীর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। পুলিশ এ ব্যাপারে তদন্ত শুরু করেছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর প্রেমিকাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে খুন করার অভিযোগ। ঘটনাটি

ঘটেছে বারুইপুর থানা এলাকায়। ২ দিন নিখোঁজ থাকার পর বাড়ির কাছাকাছি একটি জলাশয় থেকে দেহ ভাসতে দেখা যায়। পুলিশ কে খবর দেওয়া হলে পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে। এই ঘটনায় বারুইপুর থানায় ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ দায়ের পরিবারের। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ইতিমধ্যে প্রেমিক সহ দুজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। নির্যাতিতার সাথে ফেসবুকে আলাপ হয় অজয় মন্ডল নামে এক যুবকের। অজয়ের বাড়ি বারুইপুরের মদনপুরের। নির্যাতিতার পরিবার নরেন্দ্রপুর থানা এলাকায় থাকত। অভিযুক্তের বাড়ির কাছাকাছি মামাবাড়ি নির্যাতিতার। শুক্রবার রাতে ৮'টা নাগাদ বাড়ি থেকে ফোন করে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়। বেশ কয়েকজন মিলে তাকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। অভিযুক্ত অজয় এলাকায় খারাপ ছেলে হিসেবেই পরিচিত। এলাকার নানান মহিলাদের প্রতি কটুক্তি করত বলে অভিযোগ। ঘটনায় দেহ উদ্ধার করা হয়।

ছেলেধরা সন্দেহে মহিলাকে আটকে পুলিশের হাতে দিলেন গ্রামবাসীরা

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকদিন যাবৎ ছেলে ধরা সন্দেহে গণপিটুনি সহ হামলার শিকার হতে হচ্ছে অনেক নিরীহ ব্যাক্তিকে।এনিয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে সচেতনতার বার্তা দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। অযথা কোনো ব্যক্তি সন্দেহের শিকার যেন না হয়ে পড়ে তা সকলের দেখার কর্তব্য এবং গণপিটুনি না দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার আহ্বান জানান।সেরূপ সোমবার সন্ধ্যায় রামপুরহাট এলাকার কাষ্ঠগড়া গ্রামে এক মহিলাকে ছেলে ধরা সন্দেহে আটক করে গ্রামবাসীরা। ঘটনা সূত্রে জানা যায় বীরভূম জেলার রামপুরহাট থানার কাষ্ঠগড়া গ্রামে, সকাল থেকেই চার মহিলা ও একজন পুরুষকে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখেন গ্রামবাসীরা।বহিরাগত তিন মহিলা ও এক পুরুষ এদিন সকাল থেকেই উদ্দেশ্যহীন ভাবে গ্রামের বিভিন্ন পাড়ায় পাড়ায় ঘোরাফেরা করছিল

বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। অবশেষে ঠিক সন্ধ্যের সময় কাষ্ঠগড়া গ্রামের দোলতলা মোড়ের একটি বাড়ির পিছন থেকে আচমকা দৌড়ে পালাতে দেখে বহিরাগতদের। তা দেখে উপস্থিত কয়েকজন গ্রামবাসীদের মধ্যে ছেলে ধরা সন্দেহের দানা বাঁধতেই তাদের পিছনে ধাওয়া করে।তিনজন পালাতে সক্ষম হলেও একজন আটকে গ্রামবাসীদের হাতে। ইতিমধ্যে গ্রাম জুড়ে ছেলে ধরার গুজব রটতেই গ্রামের অন্যান্য মানুষজন ভিড় জমাতে থাকে। স্থানীয়দের বক্তব্য যে,তারা কোনো চুরির উদ্দেশ্যে গ্রামে ঘোরাফেরা করছিল। অবশেষে রামপুরহাট থানার পুলিশ প্রশাসনকে খবর দেওয়া হয়।তড়িঘড়ি পুলিশের একটি ভ্যান এসে মহিলাটিকে গ্রামবাসীদের রোষানলের হাত থেকে উদ্ধার করে রামপুরহাট থানায় নিয়ে যায়।গ্রামবাসীদের সন্দেহের প্রেক্ষিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন রামপুরহাট থানার পুলিশ বলে জানা যায়।

পুলিশের তরফে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ড্রাইভারদের

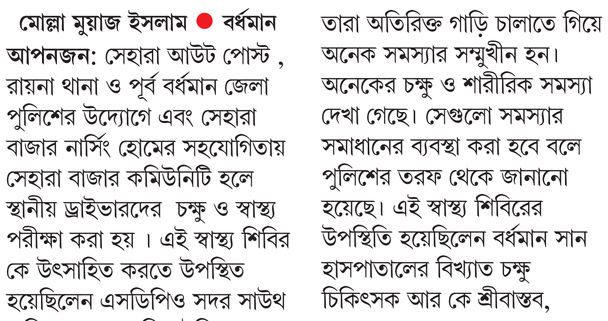

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: সেহারা আউট পোস্ট , রায়না থানা ও পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের উদ্যোগে এবং সেহারা বাজার নার্সিং হোমের সহযোগিতায় সেহারা বাজার কমিউনিটি হলে স্থানীয় ড্রাইভারদের চক্ষু ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় । এই স্বাস্থ্য শিবির কে উৎসাহিত করতে উপস্থিত হয়েছিলেন এসডিপিও সদর সাউথ অভিষেক মন্ডল সিআইসি তপন বসাক, রায়না থানার ওসি পুষ্পেন্দু জানা ।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি সংগঠিত করেন সে আউট পোস্টের বড় বাবু কৃপাসিন্ধু ঘোষ । এখানে পঞ্চাশের বেশি ড্রাইভার কে চক্ষু ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা ড্রাইভাররা সন্তোষ প্রকাশ করেন । তারা বলেন অনেক সময় তারা অতিরিক্ত গাড়ি চালাতে গিয়ে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হন। অনেকের চক্ষু ও শারীরিক সমস্যা দেখা গেছে। সেগুলো সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা করা হবে বলে পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। এই স্বাস্থ্য শিবিরের উপস্থিতি হয়েছিলেন বর্ধমান সান হাসপাতালের বিখ্যাত চক্ষু চিকিৎসক আর কে শ্রীবাস্তব, ডাক্তার অনুরণ সাহা ,ডাক্তার অমল গুহ, ডাক্তার আবুল কালাম আজাদ। প্রধান অতিথি এসডিপিও সদর সাউথ এই শিবির আয়োজন করার জন্য ও সুন্দর ব্যবস্থাপনার জন্য সেহারা আউট পোস্টের বড়বাবু কৃপা সিন্ধু ঘোষের প্রশংসা করেন।অভিষেক বাবু ড্রাইভারদের ট্রাফিক আইন সঠিক ভাবে মেনে চলার আহ্বান জানান।

প্রথম নজর

হজে মৃতদের ৮৩ শতাংশই অনিবন্ধিত হজযাত্রী: সৌদী

আপনজন ডেস্ক: হজ যাত্রার সময় যারা মারা গেছেন, তাদের বেশিরভাগেরই হজ করার সরকারী অনুমতি ছিল না বলে দাবি করেছে সৌদি আরব। রবিবার সরকারি সৌদী প্রেস এজেন্সি জানিয়েছে, ‘দুঃখজনকভাবে, মৃত্যুর সংখ্যা ১৩শ’ ১-এ পৌঁছেছে, যার ৮৩ শতাংশরই হজ করার অননুমোদন ছিল এবং পর্যাপ্ত আশ্রয় বা বিশ্রাম ছাড়াই সরাসরি সূর্যালোকের নিচে দীর্ঘ দূরত্ব হেঁটেছে।’

দেশটির জাতীয় আবহাওয়া কেন্দ্রের মতে, এই বছর মক্কায় তাপমাত্রা ৫১.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস (১২৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট) পর্যন্ত বেড়েছে। এবং সৌদী কূটনীতিকরা কূটনীতিকরা বলেছেন যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ তাপজনিত। শুক্রবার একজন উর্ধ্বতন সউদী কর্মকর্তা এএফপিকে বলেন, ‘রাষ্ট্র ব্যর্থ হয়নি, তবে ঝুঁকিকে গূরুত্ব দেয়নি, এমন লোকদের পক্ষ থেকে একটি ভুল ধারণা ছিল।’

সৌদী আরবের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ফাহদ আল-জালাজেল রোববার এ বছরের হজ ব্যবস্থাপনাকে সফল অভিহিত করে বলেন, ‘স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ৪লাখ ৬৫হাজারেরও বেশিদের বিশেষায়িত চিকিৎসা সেবা দিয়েছে, যার মধ্যে ১লাখ ৪১হাজারকে পরিষেবা দেয়া হয়েছে, যারা হজ করার আনুষ্ঠানিক অনুমোদন পাননি। নিহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বয়স্ক এবং দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ব্যক্তিও রয়েছেন।’

সৌদী আরবের হজ অনুমোদন কোটা পদ্ধতিতে দেশগুলিতে বরাদ্দ করা হয় এবং লটারির মাধ্যমে ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এমনকি যারা টাকার বিনিময়ে এগুলি উপলব্ধ করার সামর্থ্য রাখেন, তাদের জন্যও। তবে, অনেকে অনুমতি ছাড়াই হজের চেষ্টা করেন, যদিও ধরা পড়লে তারা গ্রেপ্তার এবং নির্বাসনের ঝুঁকি রাখে। অনিবন্ধিত হজ যাত্রীদের অনেক ক্ষেত্রেই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত তাঁবু সহ তীর্থযাত্রাকে আরও সহনীয় করে তোলার সুবিধার উপলব্ধ করার সুযোগ ছিল না। অনিবন্ধিত মিশরীয় হজ যাত্রীরা গত সপ্তাহে এএফপিকে বলেছে যে কিছু ক্ষেত্রে তারা হাসপাতাল বা প্রিয়জনদের জন্য অ্যাম্বুলেন্স উপলব্ধ করার জন্য লড়াই করেছে, যাদের মধ্যে কেউ কেউ মারা গেছে।

১২ তম সন্তানের বাবা হলেন ইলন মাস্ক

আপনজন ডেস্ক: আবারও সন্তানের বাবা হলেন টেক বিলিয়নিয়ার ইলন মাস্ক। ব্লুমবার্গের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চলতি বছরের শুরুতে ইলন মাস্ক ও শিভন জিলিস দম্পতির তৃতীয় সন্তানের জন্ম হয়। এ নিয়ে ৫২ বছর বয়সি ইলনের মোট সন্তানের সংখ্যা দাঁড়াল ১২। বাবা হওয়ার আনন্দ নিজের মধ্যে অন্যরকম অনুভূতি দেয়, কিন্তু ইলন মাস্কের ক্ষেত্রে এটি পুরোপুরি ভিন্ন ঘটনা। যতবার বাবা হয়েছেন ততবারই বির্তকের জন্ম দিয়েছেন তিনি।

২০২১ সালের দিকে নিজ কোম্পানি নিউরোলিঙ্কের ম্যানেজার শিভন জিলিসের সঙ্গে সম্পর্কে জড়ান মাস্ক। তাদের ঘরে জন্ম নেন যমজ সন্তান (ছেলে ও মেয়ে)। ওই সময় ইলন মাস্ক এবং জিলিস দুজনই খবরটি লুকিয়ে রেখেছিলেন। পরে জানা যায় যমজ সন্তানের মধ্যে একজনের নাম স্ট্রাইডার এবং অপরজন অ্যাজুরে। তবে নিউইয়র্ক পোস্ট এই দম্পতির তৃতীয় সন্তানের নাম জানাতে পারেনি। এছাড়া, প্রথম ও প্রাক্তন স্ত্রী জাস্টিন উইলসনের সাথে ছয়টি সন্তান এবং প্রাক্তন প্রেমিকা গ্রিমসের সাথে তিনটি সন্তানের জন্ম দিয়েছেন তিনি। মাস্ক এবং উইলসন ২০০০ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত বিবাহিত ছিলেন। তাদের যমজ সন্তান ২০ বছর বয়সি ভিভিয়ান ও গ্রিফিন এবং ১৮ বছর বয়সি তিন সন্তান কাই, স্যাক্সন ও ড্যামিয়ান রয়েছে। মাস্কের প্রথম সন্তান নেভাডা আলেক্সান্ডারের জন্ম হয়েছিল ২০০২ সালে। তবে ১০ সপ্তাহ বয়সে সাডেন ইনফ্যান্ট ডেথ সিন্ড্রোমে (এসআইডিএস) তার মৃত্যু হয়। ২০১৮ সালে গ্রিমসের সঙ্গে সম্পর্কে জড়ান মাস্ক। ২০২১ সালের মে মাসে তাদের ছেলে এক্স এ-এক্সআইআই জন্মগ্রহণ করে। এক বছর পরে, সারোগেটের মাধ্যমে তাদের মেয়ে এক্সা ডার্ক সিডেরেল জন্মগ্রহণ করে। ইলনকে নিয়ে লেখা আইজ্যাকসনের বায়োগ্রাফি বই অনুসারে, মাস্ক এবং গ্রিমসের ২০২২ সালে সম্পর্কের ইতি ঘটলেও, তাদের টেকনো মেকানিকাস নামে আরও একটি ছেলে রয়েছে।

রাশিয়ায় ইহুদি এবং খ্রিস্টান উপাসনালয়ে হামলায় নিহত কমপক্ষে ২৩

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়ার উত্তর ককেশাস অঞ্চলে অবস্থিত দাগেস্তান প্রজাতন্ত্রের দুটি শহরে ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের চারটি ধর্মীয় উপাসনালয়ে হামলা চালিয়েছে একদল বন্দুকধারী। একইসঙ্গে, পুলিশের একটি চেক পোস্টেও হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় ১৫ পুলিশসহ কমপক্ষে ২৩ জন নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া ৬ জন হামলাকারী রয়েছে বলে জানা গেছে। হামলায় আরো বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।

গতকাল রবিবার দাগেস্তানের সবচেয়ে বড় শহর মাখাচকালা এবং দেরবেন্ত শহরে হামলার এসব ঘটনা ঘটে। কর্তৃপক্ষ বলছে, হামলাকারীদের পরিচয় সম্পর্কে এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে অতীতে দাগেস্তানে ইসলামপন্থী সশস্ত্র গোষ্ঠীর হামলার নজির রয়েছে। বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেরবেন্ত এবং মাখাচকালা শহরে গির্জায় অর্থোডক্স খ্রিস্টানদের ধর্মীয় উৎসব পেন্টেকস্ট চলছিলো, তখন এই হামলার ঘটনা ঘটে। বন্দুকধারীরা দুটি গির্জা এবং দুটি ইহুদি উপাসনাল সিনাগগকে লক্ষ্য করে আকস্মিক হামলা চালায়। এতে মাখাচকালার একটি গির্জায় একজন ধর্মযাজকও নিহত হয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। হামলার এই ঘটনাকে ‘সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড’ আখ্যা দিয়ে তদন্ত শুরু করেছে রুশ প্রশাসন। হামলার পর ঘটনাস্থলের বেশকিছু ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে বেশ কয়েকটি ভবনে আগুন জ্বলতে দেখা গেছে। এ ছাড়া মাখাচকালা শহরের একটি ভিডিওতে কালো পোশাক পরা কয়েকজন ব্যক্তিকে পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ছেও দেখা গেছে। ঘটনার পর জরুরি সেবা সংস্থার সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার তৎপরতা শুরু করেছেন। বন্দুকধারীদের হামলায় ১৫ জন পুলিশ সদস্য মারা যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দাগেস্তান প্রজাতন্ত্রের নেতা সের্গেই মেলিকভ। অন্যদিকে, হামলায় অংশগ্রহণকারী ছয় ব্যক্তি নিহত হয়েছেন এবং বাকীদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে বলে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

দাগেস্তানের দেরবেন্ত শহর ইহুদি সম্প্রদায়ের মানুষের একটি প্রাচীন আবাসস্থল। বন্দুকধারীরা সেখানকার একটি সিনাগগ এবং একটি গির্জায় হামলা চালায়। হামলার পর উপাসনালয়গুলোতে আগুনও ধরিয়ে দেওয়া হয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টেলিগ্রামের একটি বেসরকারি সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে যে, দেরবেন্তের একটি ভবনে বন্দুকধারীদের কয়েকজনকে ঘিরে রেখেছে পুলিশ। এ ছাড়া মাখাচকালা শহরের নিকটবর্তী সার্গোকালিনস্কি জেলার প্রধান মাগোমেদ ওমরভকে পুলিশ আটক করেছে। রবিবারের হামলার ঘটনার সঙ্গে তার দুই ছেলের সম্পৃক্ততা রয়েছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে।

রাশিয়ার দারিদ্রপ্রবণ এলাকাগুলোর মধ্যে দাগেস্তান অন্যতম। এটি রাশিয়ার মুসলিমপ্রধান এলাকাগুলোরও একটি। এর আগে ২০০৭ সাল থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে ‘ককেশাস আমিরাত’ নামের একটি ইসলামপন্থী সশস্ত্র সংগঠন দাগেস্তান এবং এর পার্শ্ববর্তী বেশ কয়েকটি রুশ প্রজাতন্ত্রে হামলা চালায়। সংগঠনটি পরবর্তীতে নিজেদের নাম পরিবর্তন করে ‘ইসলামিক আমিরাত অব দ্য ককেশাস’ রাখে।

এর আগে, মার্চে মস্কোর ক্রোকাস সিটি হলের একটি কনসার্টে হামলায় শতাধিক মানুষ নিহত হয়েছিলো। এ ঘটনার জন্য মস্কো ইউক্রেনকে দোষারোপ করলেও পরবর্তীতে হামলার দায় স্বীকার করেছিলো সশস্ত্র গোষ্ঠী ইসলামিক স্টেট আইএস।

মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সেনাদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন বাইডেন প্রশাসন

আপনজন ডেস্ক: লেবাননের রাজনৈতিক ও সশস্ত্র সংগঠন হিজবুল্লাহর সঙ্গে চরম উত্তেজনা চলছে দখলদার ইসরায়েলের। কিন্তু ইসরায়েল যদি হিজবুল্লাহর সঙ্গে পূর্ণমাত্রার যুদ্ধে জড়ায়, তবে ইরান ক্ষুব্ধ হবে এবং এতে মধ্যপ্রাচ্যের ঘাঁটিগুলোতে থাকা মার্কিন সেনাদের নিরাপত্তা ঝুঁকিতে ফেলবে। রোববার দেশটির যৌথ বাহিনীর চেয়ারম্যান এয়ার ফোর্সের প্রধান জেনারেল জেনারেল চার্লস কিউ ব্রাউন এমন সতর্ক করেন।

ইসরায়েল-হামাস চলমান যুদ্ধের মধ্যে ওই অঞ্চলে উত্তেজনা বেড়ে যাওয়ায় এ ধরনের মন্তব্য করছেন মার্কিন শীর্ষ কর্মকর্তারা। এর আগেও হিজবুল্লার সঙ্গে যুদ্ধে না জড়াতে খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে সতর্ক করেছিলেন। এসব বক্তব্যের মাধ্যমে হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধে না জড়াতে ইসরায়েল সরকারের ওপর বাইডেন প্রশাসনের চাপ জোরালো হচ্ছে। ব্রাউন বলেন, যুদ্ধে জড়ালে হিজবুল্লাহকে সমর্থন ও সহায়তা দিতে আরো বেশি আগ্রহী হবে ইরান। যদি তারা মনে করে, হিজবুল্লাহকে উল্লেখযোগ্যভাবে হুমকি দেওয়া হচ্ছে, তাহলে হামাসের চেয়েও লেবাননের যোদ্ধাদের আরো বেশি সমর্থন দিতে পারে তেহরান।

আফ্রিকান প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের এক বৈঠকে অংশ নিতে বতসোয়ানায় যাওয়ার সময় ব্রাউন সাংবাদিকদের এসব আশঙ্কার কথা জানান।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু রোববার বলেছেন, গাজার রাফায় ইসরায়েলি আক্রমণ কমবে। কারণ, সীমান্ত উত্তেজনা বেড়ায় লেবাননে হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি বলেছিলেন, কূটনৈতিকভাবে সংকটের সমাধান পাওয়ার আশা করছেন তিনি। তবে প্রয়োজনে যুদ্ধের জন্যও প্রস্তুত বলে জানান নেতানিয়াহু। অন্যদিকে, গাজায় আগ্রাসন চালানোর কারণে ইসরায়েলে হামলা চালিয়ে আসছে হিজবুল্লাহ। দুপক্ষই সীমান্ত এলাকায় গোলা ও রকেট ছুড়ছে। এমন বাস্তবতায় হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তার মুখপাত্র জন কিরবি জোর দিয়ে বলেছেন, এই অঞ্চলের কর্মকর্তাদের মধ্যে আলাপ চলছে। এখনও কূটনৈতিক সমাধানের আশা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ‘আমরা দ্বিতীয় আরেকটি যুদ্ধ চাই না। এটি রোধ করতে সবই করছি।’

‘যুদ্ধ শুরু হলে ই’সরাইলকে লক্ষ্য করে ৫ লাখ ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়বে হিজবুল্লাহ’

আপনজন ডেস্ক: লেবাননের গ্রান্ড শিয়া মুফতি শেখ আহমাদ কাবালান হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন, লেবাননের বিরুদ্ধে নতুন করে যুদ্ধ শুরু করা হলে ইসরাইল অভিমুখে পাঁচ লাখ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করবে হিজবুল্লাহ।

তিনি রোববার বৈরুতে এক বক্তব্যে বলেন, ‘পূর্ণ-মাত্রার যুদ্ধ শুরু হলে ইসরাইল যেন পাঁচ লাখ ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাত সহ্য করার জন্য প্রস্তুত থাকে। এসব ক্ষেপণাস্ত্রের বিধ্বংসী ক্ষমতা দখলদার সরকারকে ৭০ বছর আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।’

লেবাননের শিয়া গ্রান্ড মুফতি আরো বলেন, ‘উত্তেজনা ছড়িয়ে দেয়ার যেকোনো প্রচেষ্টা ইসরাইলের স্বার্থ নয় বরং প্রতিরোধ ফ্রন্টের স্বার্থ রক্ষা করবে। প্রতিরোধ ফ্রন্ট কেবল লেবাননের সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করতে চায়।’ শেখ আহমাদ কাবালান বলেন, ইসরাইলি কর্মকর্তারা ‘হিজবুল্লাহকে পরাজিত করা সম্ভব’ বলে এক চরম বিভ্রান্তির মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। তিনি জানান, ইহুদিবাদী ইসরাইলের কাছে সমরাস্ত্র ও গোলাবারুদের বিশাল ভাণ্ডার থাকা সত্ত্বেও গত আট মাস ধরে তারা গাজা উপত্যকার প্রতিরোধ যোদ্ধাদের পরাজিত করতে পারেনি। অথচ গাজার যোদ্ধারা সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি সাধারণ মানের অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করছে। পক্ষান্তরে লেবাননের প্রতিরোধ যোদ্ধাদের কাছে রয়েছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির এক বিশাল সমরাস্ত্র ভাণ্ডার।

লেবাননের শিয়া গ্রান্ড মুফতির এ হুঁশিয়ারির আগে হিজবুল্লাহ মহাসচিব সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহ গত বুধবার হুমকি দিয়ে বলেছিলেন, ইহুদিবাদীরা যদি লেবাননের বিরুদ্ধে পূর্ণ-মাত্রার আগ্রাসন চালায় তাহলে ইসরাইলের কোনো অংশ তার যোদ্ধাদের হামলা থেকে বাদ যাবে না। এরপর রোববার হিজবুল্লাহ ইসরাইলের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ও বেসামরিক স্থাপনাগুলোর স্যাটেলাইট ইমেজ প্রকাশ করে তেল আবিবকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। হিজবুল্লাহ তেল আবিবকে এই বার্তা দিতে চেয়েছে যে, পূর্ণ-মাত্রার যুদ্ধ শুরু হলে এসব স্থাপনাকে টার্গেট করা হবে।

দক্ষিণ কোরিয়ায় ব্যাটারি নির্মাণকেন্দ্রে ভয়াবহ আগুন, নিহত ২০

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ কোরিয়ায় একটি লিথিয়াম ব্যাটারি নির্মাণকেন্দ্রে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ১০টায় এই ঘটনা ঘটে। কারখানাটি রাজধানী সিউলের দক্ষিণে হোয়াসিয়ং অঞ্চলে অবস্থিত। এটি ব্যাটারি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান অ্যারিসেল পরিচালনা করে।

স্থানীয় ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা কিম জিন ইয়ং বলেন, কারখানার একটি গুদামের ভেতরের একটি ব্যাটারি সেলে সিরিজ বিস্ফোরণে এই আগুনের সূত্রপাত হয়। এই গুদামে প্রায় ৩৫ হাজার ব্যাটারি ছিল।

ঘটনাস্থলে থাকা একজন দমকলকর্মী কিম জিন-ইয়ং স্থানীয় গণমাধ্যমকে বলেছেন, দমকলকর্মীরা সাইটে সবচেয়ে বড় আগুন নিভিয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের পর কারখানার ভেতরে প্রায় ২০টি মৃতদেহ পাওয়া গেছে।

দক্ষিণ কোরিয়ার গণমাধ্যম জানিয়েছে, আগুনের সূত্রপাতের সময় কারখানাটিতে প্রায় ৬৭ জন কর্মচারী কাজ করছিলেন। আগুন লাগার কারণ সম্পর্কে এখনো বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

যুদ্ধ শেষ করতে এখন রাজি নন নেতানিয়াহু

আপনজন ডেস্ক: গাজা উপত্যকায় হামাসের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াইয়ের পর্যায় শেষ হচ্ছে। তবে যতক্ষণ না হামাস ফিলিস্তিনি ছিটমহল নিয়ন্ত্রণ করবে ততক্ষণ যুদ্ধ শেষ হবে না বলে মন্তব্য করেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। রোববার ইসরায়েলের চ্যানেল ১৪ কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা বলেছেন।

নেতানিয়াহু জানান, গাজায় তীব্র লড়াই শেষ হয়ে গেলে ইসরায়েল লেবাননের উত্তর সীমান্তে আরো বাহিনী মোতায়েন করতে সক্ষম হবে। সেখানে ইরান সমর্থিত হিজবুল্লাহর সাথে লড়াইয়ের তীব্রতা বেড়েছে।

তিনি বলেন, তীব্র পর্যায় শেষ হওয়ার পর, আমাদের বাহিনীর কিছু অংশ উত্তর দিকে সরানোর সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা এটি করব প্রথমত এবং সর্বাগ্রে প্রতিরক্ষামূলক উদ্দেশ্যে এবং দ্বিতীয়ত, আমাদের (সরিয়ে আনা) বাসিন্দাদের বাড়িতে ফিরিয়ে আনার জন্য।

গত ৭ অক্টোবর গাজায় হামলা শুরুর পর এটাই নেতানিয়াহুর প্রথম কোনো মিডিয়া সাক্ষাতকার। এই সাক্ষাতকারে তিনি আবারও হামাসের স্থানে অধিকৃত পশ্চিমতীরভিত্তিক ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের শাসন প্রতিষ্ঠার ধারণাটি নাকচ করে দেন।

হামাসের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াইয়ের পর্যায় কবে শেষ হবে জানতে চাইলে নেতানিয়াহু বলেন, খুব শিগগিরই। তবে গাজায় সামরিক অভিযান চলবে।

তিনি বলেন, আমি যুদ্ধ শেষ করতে এবং হামাসকে যেমন আছে তেমন ছেড়ে দিতে রাজি নই।

গত মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যুদ্ধবিরতির একটি প্রস্তাব ঘোষণা করেন। তাতে তিনটি পর্যায় উল্লেখ করা হয়েছিল। প্রথম পর্যায়ে কয়েকজন ইসরায়েলি বন্দীর মুক্তির বিনিময়ে ছয় সপ্তাহের অস্ত্রবিরতির কথা বলা ছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে স্থায়ী যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনা শুরুর কথা উল্লেখ ছিল।

মার্কিন কর্মকর্তারা জোর দিয়ে বলেছিলেন, ইসরায়েলই প্রস্তাবটি প্রণয়ন করেছে। তবে নেতানিয়াহু এবং বেশ কয়েকজন ইসরায়েলি কর্মকর্তা হুঙ্কার দিয়ে যাচ্ছিলেন যে হামাসকে নির্মূল না করা পর্যন্ত যুদ্ধ অব্যাহত থাকবে। তারা যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবটি প্রকাশ্যে অনুমোদন করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছিলেন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.২১মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.২৯ মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.২১	৪.৫৩
যোহর	১১.৪৩	
আসর	৪.১৮	
মাগরিব	৬.২৯	
এশা	৭.৫১	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৫	

গাজায় নিখোঁজ ২১ হাজার শিশু

আপনজন ডেস্ক: হামাস-ইসরায়েল সংঘাতে গত আট মাসের বেশি সময়ে গাজার প্রায় ২১ হাজার শিশু নিখোঁজ হয়েছে বলে জানিয়েছে যুক্তরাজ্যের শিশু বিষয়ক সংস্থা সেভ দ্য চিল্ড্রেন। এসব শিশুর অনেকেই ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়েছে, ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে আটক হয়েছে বা তাদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ব্রিটিশ এই সংস্থাটি বলেছে, গাজার বর্তমান পরিস্থিতিতে তথ্য সংগ্রহ করা এবং যাচাই করা প্রায় অসম্ভব। তবে অন্তত ১৭ হাজার শিশুকে সঙ্গীহীন এবং বিচ্ছিন্ন বলে মনে করা হচ্ছে এবং আনুমানিক চার হাজার শিশু ধ্বংসস্তূপের চিচে নিখোঁজ রয়েছে।

সম্পর্ক পুনঃস্থাপনে আলোচনা করতে সম্মত ইরান ও বাহরাইন

আপনজন ডেস্ক: বিভিন্ন ইস্যুতে বৈরিতার জেরে আট বছর ধরে কোনও কূটনৈতিক সর্ম্পক নেই দুই মুসলিম দেশ ইরান ও বাহরাইনের মধ্যে। তবে এবার বিভেদ ভুলে দুই পক্ষই সম্পর্ক জোড়া লাগাতে আলোচনা শুরু করার বিষয়ে রাজি হয়েছে। বাহরাইনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, রোববার (২৩ জুন) তেহরানে বাহরাইনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুললাতিফ বিন রশিদ আল-জায়ানি এবং ইরানের ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলী বাগেরি কানির মধ্যে বৈঠক হয়েছে। বৈঠক শেষে দুই দেশের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে আলোচনা শুরু করতে সম্মত হয়েছে দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

এক বিবৃতিতে মন্ত্রণালয় বলেছে, রাজনৈতিক সম্পর্ক কীভাবে পুনরায় সচল করা যায়, তা বের করতে আলোচনা শুরু করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া হাতে নেয়ার জন্য দুপক্ষ সম্মত হয়েছে।

বাহরাইন ও ইরানের মধ্যে এক দশকের বেশি সময় ধরে বিরোধ চলে আসছে। বাহরাইনের মিত্র সৌদি আরব ও ইরানের মধ্যে উত্তেজনার পর ২০১৬ সালে তেহরানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে মানামা। বাহরাইন দেশটির শিয়া সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে ২০১১ সালের সরকারবিরোধী প্রতিবাদ আন্দোলনে জড়িত থাকার জন্য ইরানকে দোষারোপ করে।

ইসরায়েলি হামলায় গাজায় উর্ধ্বতন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা নিহত

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডে ইসরায়েলি হামলায় উর্ধ্বতন এক স্বাস্থ্য কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। নিহত ওই কর্মকর্তার নাম হানি আল-জাফরাভি। তিনি গাজা উপত্যকার অ্যাম্বুলেন্স ও জরুরি বিভাগের পরিচালক ছিলেন। সোমবার (২৪ জুন) এক প্রতিবেদনে সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা জানিয়েছে, গাজা সিটির একটি মেডিকেল ক্লিনিকে ইসরায়েলি বিমান হামলায় নিহত হন জাফরাভি। গাজার মন্ত্রণালয় আরো জানায়, গাজার স্বাস্থ্যকর্মীদেরকে ইসরায়েলি বাহিনী পদ্ধতিগতভাবে লক্ষ্যবস্তু করা সত্ত্বেও তারা চিকিৎসা সম্পর্কিত মানবিক দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখার বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

এছাড়া গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসন বন্ধ করার জন্য আবারও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে মন্ত্রণালয়টি।

এদিকে গত বছরের অক্টোবর থেকে গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের চলমান আক্রমণে নিহত ফিলিস্তিনিদের সংখ্যা বেড়ে কমপক্ষে ৩৭ হাজার ৫৯৮ জনে পৌঁছেছে বলে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে। রোববার মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, টানা আট মাসেরও বেশি সময় ধরে চলা এই হামলায় আরো ৮৬ হাজার ৩২ জন মানুষ আহত হয়েছেন। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ইসরায়েলের হামলায় ৪৭ জন নিহত ও আরো ১২১ জন আহত হয়েছেন।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ১৭০ সংখ্যা, ১১ আষাঢ় ১৪৩১, ১৮ জিলহজ, ১৪৪৫ হিজরি

ব্যক্তিগত দুর্নীতি

কোনো কর্মকর্তার ব্যক্তিগত দুর্নীতির কারণে কি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হইতে পারে? আমরা দেখিতেছি, ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠানের সমতুল্য হিসাবে বিবেচনা করা হইতেছে; কিন্তু ব্যক্তি তো প্রতিষ্ঠান নহে। যাহারা অন্যায় করিতেছে, তাহাদের নিয়মপরিপন্থি কর্মকাণ্ড এবং দুর্নীতির বিষয়ে কথা বলিলে তাহা কেন সেই প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করিবে? কাহারো ইহা বলিবার সুযোগ নাই যে, পুলিশের সকলেই খারাপ। কাহারো ইহাও বলিবার সুযোগ নাই যে, রাজনীতিবিদরা সকলেই খারাপ। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে এমন কোনো রাজনীতিবিদ নাই, যাহার বিরুদ্ধে কখনো কোনো অভিযোগ উঠে নাই। অনেক সময় উদ্দেশ্যমূলকভাবেও অভিযোগ উঠিতে পারে। তাহার মানে এই নহে যে, অভিযোগ উঠিতেই তাহা সঠিক হইবে।

পৃথিবীর সকল দেশেই কমবেশি দুর্নীতি রহিয়াছে। কেহ ধরা খায়, কেহ খায় না। একজন বিদেশি দায়িত্বশীল মন্ত্রী অন্য আরেক বিদেশি প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে কেবল একটি ঘড়ি উপহার নিয়াছিলেন বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠিয়াছিল। সেই উপহারের ঘড়ি তিনি বাড়িতেও নেন নাই, তাহার অফিসেরই ড্রয়ারে রাখিয়াছিলেন; কিন্তু এইটুকু অভিযোগেই সেই বিদেশি দায়িত্বশীল মন্ত্রী পদত্যাগ করেন। বিভিন্ন দেশের এই ধরনের ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত আমরা দেখাইতে পারিব। এখন, এইখানে বলিতে হয় আমাদের দেশের দায়িত্বশীল পদের কর্তাব্যক্তিদের কাণ্ডজ্ঞানের কথা।

সুতরাং একজন কর্মকর্তা কীভাবে চলেন, কী বাজার করেন, কেমন বাড়িতে থাকেন, কী গাড়িতে চড়েন—তাহা তাহার আশপাশের মানুষের নিকট লুকাইয়া রাখিবার কোনো সুযোগ নাই। এইখানে একজন রিকশাওয়ালার নিকট যদি জানিতে চাওয়া হয়, তাহার এলাকার ট্রাফিক পুলিশ কেমন—স্পষ্ট উত্তর পাওয়া যাইবে। ট্রাক ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করিলে জানা যাইবে, হাইওয়ে পুলিশ কেমন। দেখা যাইবে অবৈধ উপার্জনের নহর বহিতেছে প্রতিটি বাঁকে বাঁকে। কিন্তু তাই বলিয়া কি সকলেই চোর, চাঁদাবাজ, দুর্নীতিপরায়ণ? তাহা মোটেই নহে। অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারীই রহিয়াছেন, যাহারা হারাম উপার্জনের কথা ঘুণাক্ষরেও ভাবেন না। একটি দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের সকলেই দুর্নীতিগ্রস্ত হইলে সেই দেশে মানুষ বসবাস করিতে পারিত না। অনেক পুলিশ একদিকে নিরপরাধের পকেটে ইয়াবা ঢুকাইয়া দিয়া মাদক মামলা দেয়, অন্যদিকে প্রকৃত মাদক ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে মাসোহারা লয়, তেমনি এই পুলিশের অনেক সদস্য তাহার ন্যায়নিষ্ঠ দায়দায়িত্ব সততার সহিত পালন করেন। আমরাই তো অসংখ্যবার বলিয়াছি যে, পুলিশ জনগণের বন্ধু। এবং পুলিশ না থাকিলে স্বস্তিতে বা শান্তিতে একটি দিনও বসবাস করা সম্ভব নহে। বিপদে পড়িলে পুলিশকেই আমরা ডাকি। যেইখানে পুলিশ নিকটে থাকে না, সেইখানে হটলাইন নম্বরে ফোন করিয়া শত-সহস্র মানুষ প্রতিদিন পুলিশের সেবা লইয়া থাকে। ইহা বাস্তবতা; কিন্তু একজন সাবেক পুলিশ কর্মকর্তার বিভিন্ন দুর্নীতি অনিয়মের ব্যাপারে সরকারের দায়িত্বশীল মহল হইতেই প্রথমে মুখ খোলা হয়। অতঃপর কিছু সংবাদপত্রে আরো কিছু কর্মকর্তার দুর্নীতি অনিয়মের চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছে মাত্র। আমরা উদাহরণস্বরূপ বলিতে পারি, সর্বশেষ নির্বাচনের সময় কোনো কোনো এলাকার লোকজন দেখিয়াছে, এই পুলিশেরই কোনো কোনো কর্মকর্তা কোনো কোনো প্রার্থীর পক্ষে সরাসরি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ভোট জালিয়াতির সহায়কশক্তি হিসাবে। ইহা কি আইনবিরোধী কাজ নহে? কাক নাকি চোখ বন্ধ করিয়া খায় বা কোনো কিছু লুকাইয়া রাখে। কিছু কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষ নিজেদের কাকের মতো চালাক মনে করেন। তাহারা চক্ষু মুদিয়া অনিয়ম-দুর্নীতি করেন আর মনে করেন, কেহ দেখিতেছে না; কিন্তু একজন তো অবশ্যই দেখিতেছেন। তিনি মহান আল্লাহ। এখন তো কেবল অভিযোগ উঠিতেছে। ইহার পর কী হইবে? ধাক্কাইয়া ধাক্কাইয়া যাহাদের চরম পর্যায়ে লইয়া যাওয়া হইতেছে, সকল দিক দিয়া কোণঠাসা করা হইতেছে, একপর্যায়ে আসিয়া তাহারা মনে করিতে পারেন—'যাহা থাকে কপালে' তাহাই হইবে, এই বার রুখিয়া দাঁড়াইতেই হইবে। কথা হইল, মানুষকে এই পর্যায়ে কেন লইয়া যাওয়া হইতেছে? মনে রাখিতে হইবে, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যেই সকল রাজনৈতিক কিংবা প্রশাসনের কর্মকর্তারা দায়িত্বে থাকেন, তাহাদের স্ব স্ব পদ ও দায়িত্বের প্রতি সচেতন থাকা উচিত। আর যদি কাহারো বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠে, তবে সেই অভিযোগ কেবল সংশ্লিষ্ট ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধেই। তাহা কখনই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নহে।

•••••••••••••

কিম-পুতিনের 'কৌশলগত অংশীদারিত্ব'

চলতি মাসের ১৭ ও ১৮ জুন পিয়ংইয়ং-এ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের আলোচিত সফর উত্তর কোরিয়া ও রাশিয়ার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে নতুন মাত্রায় নিয়ে গেছে। এই সফরে দুই রাষ্ট্রপ্রধান পারস্পরিক প্রতিরক্ষাধারাসহ একটি 'কৌশলগত অংশীদারিত্ব চুক্তি' স্বাক্ষর করেছে। চুক্তির বিবরণ অনুযায়ী এটাকে কৌশল বললে ভুল হবে। চুক্তিতে যথেষ্ট বিবরণের অভাবে ইতিমধ্যে এটার বাস্তব প্রয়োগ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। লিখেছেন **ড. এডওয়ার্ড হাওয়েল...**

চলতি মাসের ১৭ ও ১৮ জুন পিয়ংইয়ং-এ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের আলোচিত সফর উত্তর কোরিয়া ও রাশিয়ার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে নতুন মাত্রায় নিয়ে গেছে। এই সফরে দুই রাষ্ট্রপ্রধান পারস্পরিক প্রতিরক্ষাধারাসহ একটি 'কৌশলগত অংশীদারিত্ব চুক্তি' স্বাক্ষর করেছে। চুক্তির বিবরণ অনুযায়ী এটাকে কৌশল বললে ভুল হবে। চুক্তিতে যথেষ্ট বিবরণের অভাবে ইতিমধ্যে এটার বাস্তব প্রয়োগ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অন্যদিকে, উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উন রাশিয়া ও উত্তর কোরিয়ার এই সম্পর্ককে একটি 'জোট' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাদের বৈঠকে উঠে এসেছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের মতো মার্কিন মিত্র শুধু উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক শক্তিই নয়, মস্কো ও পিয়ংইয়ংয়ের মধ্যে অস্ত্রচুক্তির জন্যও পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

পারস্পরিক প্রতিরক্ষার আশ্বাস ও চীনের প্রভাব

২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে উত্তর কোরিয়ার নেতার রাশিয়া সফরের পরিপ্রেক্ষিতে আবার নতুন করে কিম জং উনের সঙ্গে পুতিনের বৈঠকটি বেশ অপ্রত্যাশিত ছিল। এবার পিয়ংইয়ংয়ে কিম ও পুতিন কয়েক ঘণ্টা ধরে আলোচনা চালিয়ে যান। কিম ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের প্রতি তার সমর্থন নিশ্চিত করেছেন এবং রাশিয়ার সমস্ত নীতির জন্য উত্তর কোরিয়ার নিঃশর্ত সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। উত্তর কোরিয়ার ওপর বিদ্যমান নিষেধাজ্ঞার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন করে পুতিন তার কিম জং উনকে রাশিয়ান অ্যাডমিরালের ড্যাগার, একটি চা সেট এবং একটি রাশিয়ান তৈরি 'অরাস লিমোজিন' গাড়ি উপহার দিয়েছেন।

ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণের পর উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার যোগাযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ পশ্চিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য কামান ও ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের মতো প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধাস্ত্রের প্রয়োজন। আর পিয়ংইয়ংয়ে পুতিনের জমকালো অভ্যর্থনা, রাশিয়া ও উত্তর কোরিয়ার সম্পর্কের মাধ্যমে মার্কিন আধিপত্যের বিরুদ্ধে একটি নতুন বহুমুখী বৈশ্বিক ব্যবস্থা তৈরি করার প্রতিশ্রুতি এই ইঙ্গিত দেয় যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আরো শক্তিশালী হবে এবং রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত আরো লম্বা সময় ধরে চলবে।

উত্তর কোরিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে কৌশলগত অংশীদারিত্বের ধারণা নতুন কিছু নয়। এই চুক্তিটি দুই দেশের মধ্যকার পূর্ববর্তী চুক্তিগুলোকে সম্ভবত নবায়ন করবে। পূর্বের চুক্তিগুলোর মধ্যে ১৯৬১ সালে স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি ও ২০০০ সালে সংঘটিত আরেকটি চুক্তি উল্লেখযোগ্য। যদিও ওই চুক্তিগুলোয় উভয়ের মধ্যে কোনো নিরাপত্তার আশ্বাস ছিল না। পুতিন ও কিমের বৈঠক শেষ হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরে প্রকাশিত উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় মিডিয়ার একটি বিবৃতি নিশ্চিত করেছে, পুতিন ও কিম একমত হয়েছেন যে, রাশিয়া ও উত্তর কোরিয়া যদি কখনো অন্য কোনো রাষ্ট্রের আক্রমণের শিকার হয়, তাহলে তারা একে অপরকে সামরিক ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করবেন। এটি একটি তাত্পর্যপূর্ণ চুক্তি যার রাজনৈতিক ও আদর্শিক মূল্যবোধ ছাড়াও বহুমুখী প্রভাব রয়েছে। মস্কো ও পিয়ংইয়ংয়ের মধ্যকার সম্পর্ক সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অসম হয়ে উঠলে তাদের শক্তি দুর্বল হয়ে যেতে পারে, যেমনটি স্নায়ুযুদ্ধের সময় হয়েছিল। যদিও আপাতদৃষ্টিতে এটাকে অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে, তবে এমন সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া উচিত হবে না। রাশিয়া বা উত্তর কোরিয়া অন্য কোনো দেশের দ্বারা আক্রমণের ক্ষীণ সম্ভাবনার কারণে এই ধারাটি কখন প্রয়োগ করা হবে—তা নিয়ে প্রশ্ন রয়ে গেছে। পারস্পরিক প্রতিরক্ষা ধারায় উল্লিখিত বিবৃতি অনুযায়ী তারা এখনও 'আক্রমণের' ধারণাকে সংজ্ঞায়িত করতে পারেনি। অবশ্য এটাও একটা উদ্বেগের কারণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও মার্কিন মিত্রের যে কোনো ধরনের কর্মকাণ্ডকে তারা আক্রমণাত্মক মনে করে যুদ্ধ শুরু করে দিতে পারে। রাশিয়া-উত্তর কোরিয়ার সম্পর্কের এমন উন্নতি বেপরোয়া হয়ে উঠবে কি না, তা নির্ভর করে চীনের ওপর। কারণ এখানে চীন আন্তর্জাতিক ঘটনাগুলো নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবে। বেইজিং কিম জং উনের এই দাবিকে মাথায় রাখবে যে রাশিয়া উত্তর কোরিয়ার 'সবচেয়ে একনিষ্ঠ বন্ধু'। মস্কো এবং পিয়ংইয়ংয়ের মধ্যে উন্নত সামরিক প্রযুক্তিতে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও, চীন উত্তর কোরিয়ার বৃহত্তম অর্থনৈতিক অংশীদার রয়ে গেছে। ১৯৫৩ সালের কোরিয়ান যুদ্ধ যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষরকারীদের একজন হিসেবে চীন নিশ্চিত করতে চাইবে যে, তারা উত্তর কোরিয়ার বৈদেশিক নীতির ওপর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। একই সময়ে চীন দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গ দৃঢ় অর্থনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখতে চাইবে এবং ওয়াশিংটনের সঙ্গে সিউলের নিরাপত্তা সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাইবে। এই বছরের শেষের দিকে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এবং কিম জং উনের মধ্যে যে বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে, সেটাও বিবেচনায় রাখতে হবে।

ত্রিপক্ষীয় সমন্বয় জরুরি

বহু প্রশ্নের উত্তর পাওয়া না গেলেও কিম-পুতিন বৈঠক এটা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, বিশ্ব রাজনীতিতে রাশিয়া ও উত্তর কোরিয়া উভয়ই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্রদের কঠোর বিরোধিতার বিপরীতে নিজেদের অবস্থান জাহির করতে চায়। তাদের কাজ ও কথার মাধ্যমে, পুতিন ও কিম জং উন এখন ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, উভয় রাষ্ট্রেরই মার্কিন নেতৃত্বাধীন উদারনৈতিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার অংশ হওয়ার ইচ্ছা নেই বললেই চলে। এছাড়া তারা সক্রিয়ভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও মার্কিন পরিচালিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকে চ্যালেঞ্জ করতে থাকবে। অর্থাত্ রাশিয়া ও উত্তর কোরিয়া কর্তৃক পারস্পরিক সামরিক সহযোগিতা ও নিষেধাজ্ঞা-লঙ্ঘনমূলক আচরণ অব্যাহত থাকবে।

এই পদক্ষেপগুলো নিঃসন্দেহে দক্ষিণ কোরিয়ার জন্য উদ্বেগের কারণ হবে, যারা রাশিয়ার সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্কের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ইউক্রেনের সমর্থনে সামরিক সহায়তা প্রদানে এতদিন অনিচ্ছুক ছিল। এই বছরের মে মাসে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইওল জানিয়েছেন যে, সিউল মস্কোর সঙ্গে 'বন্ধুত্বপূর্ণ' সম্পর্ক বজায় রাখতে চায়। অবশ্য, পিয়ংইয়ং-এ ঘোষিত রাশিয়া ও উত্তর কোরিয়ার নতুন 'কৌশলগত অংশীদারিত্ব' দক্ষিণ কোরিয়ার তার অবস্থান পুনর্বিবেচনা করতে প্ররোচিত করবে বলে মনে হচ্ছে। এজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তার উত্তর-পূর্ব এশিয়ার মিত্র দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক ও ত্রিপক্ষীয় সমন্বয় জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা আগের চেয়ে আরো বেশি জরুরি। কিম-পুতিনের বৈঠকের উদ্দেশ্য থেকে বোঝা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্রদের এখন একটি বহুমুখী সমস্যা মোকাবিলা করতে হবে। যার মধ্যে রয়েছে উত্তর কোরিয়ার ক্রমবর্ধমান পারমাণবিক ও ক্ষেপণাস্ত্র উন্নয়নকে রোধ করা। পাশাপাশি উত্তর কোরিয়া, রাশিয়া অথবা ইরানের মতো অন্য কোনো তৃতীয় পক্ষের মধ্যে অস্ত্র আদান-প্রদান ব্যাহত করা। আগামী মাসে ওয়াশিংটনে ন্যাটো শীর্ষ সম্মেলন এইসব লক্ষ্য বাস্তবায়নের সম্ভাবনাকে শক্তিশালী করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার জন্য একটি সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। এক্ষেত্রে এই তিন দেশের নীতিনির্ধারকদের উচিত তাদের নিজ নিজ জোট শক্তিশালী করা এবং সমন্বিত হুমকির বিরুদ্ধে নিজেদের রক্ষা করার ব্যাপারে তাদের প্রতিশ্রুতি জোরদার করা।

লেখক: অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিভাগের প্রভাষক
চ্যাথাম হাউজ থেকে অনুবাদ:

ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণের পর উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার যোগাযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ পশ্চিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য কামান ও ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের মতো প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধাস্ত্রের প্রয়োজন। আর পিয়ংইয়ংয়ে পুতিনের জমকালো অভ্যর্থনা, রাশিয়া ও উত্তর কোরিয়ার সম্পর্কের মাধ্যমে মার্কিন আধিপত্যের বিরুদ্ধে একটি নতুন বহুমুখী বৈশ্বিক ব্যবস্থা তৈরি করার প্রতিশ্রুতি এই ইঙ্গিত দেয় যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আরো শক্তিশালী হবে এবং রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত আরো লম্বা সময় ধরে চলবে। উত্তর কোরিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে কৌশলগত অংশীদারিত্বের ধারণা নতুন কিছু নয়। এই চুক্তিটি দুই দেশের মধ্যকার পূর্ববর্তী চুক্তিগুলোকে সম্ভবত নবায়ন করবে। পূর্বের চুক্তিগুলোর মধ্যে ১৯৬১ সালে স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি ও ২০০০ সালে সংঘটিত আরেকটি চুক্তি উল্লেখযোগ্য। যদিও ওই চুক্তিগুলোয় উভয়ের মধ্যে কোনো নিরাপত্তার আশ্বাস ছিল না।

হজ: এক হৃদয় ঘন অনভূতি

মতিউর রহমান শিস
মুহাম্মাদ মাদানি

অতিথিদের আতিথেয়তা ও সৌজন্যে ডেপুটি ক্রাউন প্রিন্স এবং হজ মন্ত্রণালয়ের সেবা অবিস্মরণীয়। এবছর জামিয়াতুল ইমাম আল-আলবানি, বুড়িহানের চেয়ারম্যান হিসেবে পঞ্চম হজযাত্রা সম্পন্ন করেছি। আমি পর্যবেক্ষণের আলোকে বলতে চাই হজযাত্রীদের সুবিধার্থে ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এবছর সৌদি আরব সরকার যে সুব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল, তা আগের বছরগুলোর তুলনায় বহুগুণে ভালো। ২০০৫ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়, মদিনার ছাত্রাবস্থায় টানা চারবছর হজ পালনের সৌভাগ্যে হয়েছিল। আল্লাহর রহমতে তিনি চার বছরই হজ পালন করেছি। কিন্তু সৌদি আরব সরকার দ্রুতগতিতে হজযাত্রীদের উন্নত সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার বিষয়ে বিশেষ নজর দিয়েছে। ফলে হজযাত্রীরা আগের তুলনায় এখন অনেকবেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। পবিত্র হজের পবিত্র স্থানসমূহে বর্তমান আধুনিক পরিষেবা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। মিনা, আরাফাত, মুজদালিফা, জামারাত এবং হারাম মক্কা ও মদিনাতে হজযাত্রীদের জন্য প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা তুলে ধরা দরকার।। সেকানে সৌদি আরব ত্রাণ সরবরাহের ক্ষেত্রে যেভাবে পূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, সম্ভবত বিশ্বের অন্য কোনো দেশে ধর্মীয় আচার পরিচালনায় এর দৃষ্টান্ত নেই। এখান থেকে স্পষ্ট যে, সারাবিশ্ব থেকে হারামে আসা হজযাত্রীদের প্রতি খাদিমুল হারমাইন শারীফাইন অত্যন্ত উদারমনে প্রীতি ও ভালোবাসা প্রকাশ করেন। সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের, আর বিশেষ করে ভারতের মুসলমানদের প্রতি তাই আর্জি, সামর্থ্যবান মুসলমানরা যেন যৌবনকালেই হজ পালন করেন। হজের আমলগুলো পালন করতে স্বাস্থ্য ও সবলতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দুর্বল ব্যক্তিদের দুর্বলতার কারণে হজ পালনে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। অনেক সময় হজের রুক্ন ছাড়া পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। হজযাত্রীদের উদ্দেশে আমার বক্তব্য, হজের জন্য রওয়ানা হওয়ার আগে কোনো বিশিষ্ট আলেমের কাছে হজের আচার-অনুষ্ঠান ও বিষয়াদির বিস্তারিত তথ্য জানতে আর প্রশিক্ষণ নিতে হবে। হজ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে প্রচুর ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। উল্লেখ্য, হজের রুক্ন হজের

ফরজসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কোনো রুক্ন ছাড়া পড়লে পুরো হজ বাতিল হয়ে যাবে। ফলে লাখ লাখ টাকা খরচ করে ও কষ্টসাধ্য সফর করেও তাঁরা বিশুদ্ধ হজ সম্পন্ন করা থেকে বঞ্চিত হবেন। হজযাত্রীদের সঙ্গে শিক্ষক / মুআল্লিম থাকার বিষয়ে তিনি বলেন, এশিয়ার হজযাত্রীদের, আর বিশেষ করে ভারতের হজযাত্রীদের সঙ্গে জ্ঞানী মুআল্লিম থাকেন না। অথচ মিশর, ইন্দোনিশিয়া, মালিশিয়া, জর্ডানসহ অন্যান্য দেশের হজযাত্রীরা অনিবার্যরূপে বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ মুআল্লিম রাখেন। ফলে হজ পালনে তাঁদের সামান্যতম অসুবিধা হয় না। তাই ভারতীয় হজযাত্রীদেরও এদিকে নজর দেওয়া উচিত। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, হজযাত্রীদের মনে রাখতে হবে যে, হজের সময় একজন হজযাত্রীকে অন্তত ৪০ থেকে ৪৫ কিলোমিটার পায়ে হাঁটতে হবে। এর জন্য প্রথম থেকেই মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরে বলেন, কিছু মানুষ সৌদি আরবের বিরুদ্ধে দিনরাত অপপ্রচার চালাচ্ছে আর ফটোশপ ব্যবহার করে মিথ্যা ও ভুয়া ছবি এডিট করে সৌদি আরবের মানহানি করছে। এই কাজটি অবৈধ। এই ধরনের লোকদেরকে আল্লাহ তাআলার কাছে এইসব কাজের জন্য জবাবদিহি করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তিনি খাদিমুল হারমাইন শারীফাইন প্রসঙ্গে বলেন, তাঁদের আন্তরিকতা ও সদেচ্ছার কারণেই অত্যন্ত শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে হজের মরসুম অতিবাহিত হয়। ডেপুটি ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান (আল্লাহ্ তাঁকে রক্ষা করুন) হজের ব্যবস্থায় দুর্দান্ত দূরদর্শিতা দেখান। এজন্য পুলিশ কর্মীদের বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়, যার ফলে ১৮-২০ লাখ হজযাত্রী কোনো ঝামেলা বা অসুবিধা ছাড়াই অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যভাবে হজ করতে পারেন। এখানকার পুলিশ কোনো হজযাত্রীকে বিভ্রান্ত না করে সঠিক পথনির্দেশনা দেন। তাঁরা সর্বদা একথা মনে রাখেন যে, আল্লাহর মেহমানদের প্রতি ভদ্রতা ও সম্মান প্রদর্শনে যেন সামান্য ত্রুটি না হয়। নির্মল কর্মীরা হজ মৌসুমকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। রৌদ্রের প্রখরতা উপেক্ষা করে তাঁরা প্রতিনিয়ত তাঁদের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। কুড়িলাখ মানুষের সমাগমে সামান্য আবর্জনার কল্পনা করা যায় না। এমনকি কোথাও খেজুরের একটা আঁটিও পাওয়া যায় না। জমজমে নিযুক্ত কর্মচারীরা হাজদের তৃষ্ণা মেটাতে সর্বদা ব্যস্ত থাকেন। কাবার আঙ্গিনা, মুতাফ ও সাঈর স্থান প্রভৃতি সকল স্থানে অতি দ্রুতগতিতে জমজম প্রদানে নিয়োজিত রয়েছেন। এটা স্পষ্ট যে, এই ধরনের মানসম্পন্ন পরিষেবায় খাদিমুল হারমাইন শারীফাইন, ডেপুটি ক্রাউন প্রিন্স এবং ইসলামি বিষয়ক মন্ত্রী ডক্টর আব্দুল লতিফ বিন আব্দুল আজিজের বিশেষ মনোযোগ রয়েছে। তাঁদের সমস্ত অকল্পনীয় পরিষেবার জন্য এই অধম হৃদয়ের নিভৃত কোণ থেকে তাঁদের অভিনন্দন জানায়।

এছাড়াও, তাঁদের জন্য প্রার্থনা করেন যে, মহান আল্লাহ তাঁদের হজযাত্রীদের প্রতি তাঁদের ভালো পরিষেবার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন। হিংসুকদের হিংসা-বিদ্বেষ ও ফিতনা থেকে সৌদি আরবকে নিরাপদ রখুন, আমীন!

অনুলিখন: মোহাম্মদ জাকারিয়া

প্রথম নজর

মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষোভের পর সেক্টর ফাইভে বেআইনি হকার হঠানো শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সল্টলেক

আপনজন: মুখ্যমন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করার পর সল্টলেকে সেক্টর ফাইভে ওয়েবেল এর সামনে সমস্ত ফুটপাত দখল করে থাকা দোকান ঘর হঠাতে রাস্তায় নামলো পুলিশ। সোমবার সন্ধ্যায় বিধান নগর কমিশনারেটের পুলিশ অফিসাররা গিয়ে সমস্ত দখল করে থাকা দোকান সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া নির্দেশ দেন রাতের মধ্যে। সোমবার নবান্নে বৈঠকে ফুটপাত দখল করে অস্থায়ী দোকান বসানো কে কেন্দ্র করে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠকে তাকে বলতে শোনা যায় হাতিবাগানে কখনো তাকিয়ে দেখেছেন ,কি অবস্থা ওখানে? গড়িয়াহাটে হকার বসিয়েছেন। ওয়েবেলের সামনে রাস্তা দিয়ে সম্প্রতি আসছিলাম। দেখলাম একের পর এক দোকান বসিয়ে দিয়েছেন। দেখতে কি ভালো লাগছে? মন্ত্রী সুজিত বসুর উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন রাজারহাটে সুজিত লোক বসার চেয়ে কম্পিটিশন করে। পুলিশকে উদ্দেশ্য করে মুখ্যমন্ত্রীর ভৎসনা সবাই চোখে ছুলি পড়ে আছেন ? কারোর চোখে কিছু পড়ছে না? অবৈধভাবে তলার পর তলা উঠছে। দু একজনকে অন্তত অ্যারেস্ট করুন। বেআইনি যদি হয় মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট নির্দেশ স্টার্ট ফ্রম মাই হাউস। বাইরে থেকে লোক এসে দখল নিয়ে ফুটপাতে দোকান করছে ত্রিপল লাগাচ্ছে। কেন এসব হচ্ছে? ফুটপাত দখল করে হকাররা বসে সেখানে প্লাস্টিক টাঙিয়ে যে ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছে কাজের একদমই পছন্দ করছেন না তা মুখ্যমন্ত্রী। এর পরেই সোমবার সন্ধ্যা থেকে বেআইনি হকারদের হঠাতে হঠাৎ তৎপর হতে দেখা যায় বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটকে।

কবরস্থান কমিটির উদ্যোগে বৃক্ষ রোপণ

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদ শহর লাগোয়া মতিঝিল আমানিগঞ্জ মুসলিম কবরস্থান। সেই কবরস্থান কমিটির উদ্যোগে ‘গ্রীন মুর্শিদাবাদ’ শীর্ষক কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় আড়াই হাজার বৃক্ষরোপণ করা হবে মুর্শিদাবাদ শহর সংলগ্ন মতিঝিল আমানিগঞ্জ এলাকায়। সোমবার একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির সূচনা করা হয়। নিজে হাতে গাছ লাগিয়ে এই কর্মসূচির সূচনা করেন লালবাগের মহকুমা শাসক ডঃ বনমালী রায়। মহকুমা শাসক ছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক, জেলা পরিষদ সদস্য মগরেব সরকার, মুর্শিদাবাদ পৌরসভার এক নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অনিন্দিতা হালদার সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা।

আমানিগঞ্জ মুসলিম কবরস্থান ওয়েলফেয়ার সোসাইটির এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন মহকুমা শাসক ডঃ বনমালী রায়। তিনি বলেন, ‘বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পাশাপাশি বিশেষ করে প্রতিটি মানুষ যদি একটি করে গাছ লাগায়, তাহলে সারা বাংলা তথা পৃথিবী সবুজে ভরে উঠবে।’ ইমাম মোয়াজ্জিন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক বলেন, ‘বৃক্ষরোপণ সাদকায়ে জারিয়ার অংশ। কবরস্থান কমিটির এই উদ্যোগ সকল ধর্মীয় সহ সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে বৃক্ষরোপনে উদ্বুদ্ধ করবে।’ আমানিগঞ্জের দুটি কবরস্থান এবং মতিঝিল বাইপাস রাস্তার দুই ধারে প্রায় আড়াই হাজার বৃক্ষরোপণের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে ওই কবরস্থান কমিটির সদস্য আব্বাস সেখ, ফিটু সেখ সহ অন্যান্যরা।

পার্ক সার্কাসে রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: প্রতি ইংরেজি মাসের চতুর্থ রবিবার নির্ধারিত সুচি অনুযায়ী চলতি মাসের ২৩শে জুন ২০২৪ সন্ধ্যায় এক ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে দিয়ে উদযাপিত হলো রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা। গানে, কবিতায়, কথায় মুখর হলো পার্ক সার্কাস চক্রবর্তী হাউসে লেখক শিল্পী মহলের স্থায়ী অনুষ্ঠান কক্ষ।

চারিদিকে চমকদারি চটুল গান-বাজনায় যখন নতুন প্রজন্ম বিভোর তখন পার্ক সার্কাস লেখক শিল্পী মহলের উদ্যোক্তারা ভারতীয় শাশ্বত সংস্কৃতির ধারাকে বয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। মহলের স্রষ্টা বিমলেন্দু চক্রবর্তী এবং তাঁর সহধর্মিনী প্রতিমা চক্রবর্তীর অবর্তমানে তাঁদের প্রজন্মরা শিল্পী মহলের সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চাকে অব্যাহত রেখেছেন। তাই বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির দুই পুরোধা কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কাজী নজরুল ইসলামের আদর্শকে সম্মান জানাতেই ওই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন তাঁরা।

এদিন রবীন্দ্র ও নজরুল গীতি পরিবেশন করেন শিল্পী সুপ্রতীম চক্রবর্তী, প্রশান্ত দাস, ডালিয়া দত্ত, মায়া দাস, সুমিতা মন্ডল, শিপ্রা দাস, বর্ণালী দাস ও সর্বানী চক্রবর্তী। বিশিষ্ট কথাশিল্পী আব্দুল মান্নান দুই কিংবদন্তি কবিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে দুখানি স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনান।

কাটমানি না দেওয়ায় মেলেনি রূপশ্রী প্রকল্পের টাকা, শুরু তদন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: বিবাহের অতিক্রান্ত সাত মাস। কিন্তু কাটমানি দিতে না পারায় মেলেনি রূপশ্রী প্রকল্পের টাকা। ব্লক প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন ওই বধূ। মালদার চাঁচল ২ নং ব্লকের জালাল পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শিমুলতলা এলাকার ঘটনা। ওই এলাকার বাসিন্দা আনোয়ার হোসেনের মেয়ে আজিনা খাতুনের বিবাহ হয় গত বছর ডিসেম্বর মাসে। আনোয়ার দৃষ্টিশক্তিহীন। দিন আনে দিন খাওয়া পরিবার। ভেবেছিলেন রূপশ্রী প্রকল্পের টাকা পেলে মেয়ের বিয়ের খরচের জন্য অনেক সুবিধা হবে। বিবাহের দিন বাড়িতে এসেছিলেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকেরা। কিন্তু অভিযোগ, যারা এসেছিলেন তারা ১০ হাজার টাকা দাবি করেছে। কিন্তু দরিদ্র আনোয়ারের সেই টাকা দেওয়ার ক্ষমতা হয়নি। তাই বিয়ের সাত মাস হলেও তার মেয়ে রূপশ্রী প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এই নিয়ে চাঁচল ২ ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন অধিকারিকের কাছে লিখিত অভিযোগও জানিয়েছেন। অন্যদিকে,গ্রাম্য বিবাদের জেরে সালিশি সভা। সেখানে এক পরিবারকে সমাজ চুতো করা হয়। অভিযোগ গ্রামের মাতবর ও কিছু রাজনৈতিক দলের নেতাদের বিরুদ্ধে। থানায় অভিযোগ জানালে ওই পরিবারের সদস্যদের মারধর করা হয়।ঘটনাটি ঘটছে মালদার মোথাবাড়ি থানার রাজনগর নয়াগ্রাম এলাকায়। ঘটনায় পুলিশ ৯ জনকে আটক করলেও অভিযোগ প্রত্যাহারের জন্য পরিবারকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। বাধ্য হয়ে পরিবার পুলিশ সুপার ও জেলা শাসকের দ্বারস্থ হয়েছে। গোটা ঘটনা নিয়ে তৃণমূল এর বিরুদ্ধে সরব বিজেপি। পাল্টা তৃণমূলের দাবি এই ঘটনা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এই ঘটনায় পুলিশ যথাযোগ্য ব্যবস্থা নিয়েছে।

নারী পাচার কাণ্ডে ২০ বছরের সাজা ঘোষণা ঝাড়গ্রাম জেলা আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ঝাড়গ্রাম

আপনজন: গত বছরের ১৬ আগস্ট ঝাড়গ্রামের এক নাবালিকা স্কুল যাওয়ার সময় নিখোঁজ হয়ে যায়, পরিবার-পরিজন সারাদিন খোঁজাখুঁজি করার পর না পেয়ে শেষমেষ ঝাড়গ্রাম থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন। গত ১৭ই আগস্ট ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ সুপার অরিজিৎ সিনাহা একটি সিট গঠন করেন যার মাথা হিসেবে তিনি নিজেই দায়িত্ব নেন, এবং এই কেসের তদন্তের ভার দেন ঝাড়গ্রাম থানার আইআইসি বিপ্লব কর্মকারকে। সিট গঠনের পরেই ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ সুপার ও ঝাড়গ্রাম থানার আইসির তত্ত্বাবধানে ১৭ই আগস্ট খোঁজখবর নিয়ে দুজনের নাম বেরিয়ে আসে। তড়িঘড়ি দুপুরবেলায় কৌশিক সিংহ ওরফে (লাদেন) ও অজয় দাস নামে দুই ব্যক্তিকে পুরাতন ঝাড়গ্রাম থেকে গ্রেফতার করে ঝাড়গ্রাম থানার আইসি, এদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর “বাবর বেগ” নামে আরেক ব্যক্তির নাম উঠে আসে। ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ ধৃত “বাবর বেগকে” ঝাড়গ্রাম বিবেকানন্দ পল্লী থেকে গ্রেফতার করে। তিন অভিযুক্তকে একসাথে বসিয়ে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ সুপার অরিজিৎ সিনা ও ঝাড়গ্রাম থানার আইসি বিপ্লব কর্মকার জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলে এই কান্ডের মূল মাথা “পিংকি বিশাল” এর নাম জানা যায়। ১৮ আগস্ট পুরুলিয়া জেলার বলরামপুর থানার এলাকা থেকে পিংকি বিশাল কে গ্রেফতার করে ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ। সব শেষে এই ঘটনার ধৃত চারজনকে একত্রিতভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলে পুরো রহস্য স্পষ্ট হয় ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ সুপারের কাছে, সেই দিনই সন্ধ্যে নাগাদ ঝাড়গ্রাম রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে পুলিশ নিখোঁজ নাবালিকাকে উদ্ধার করে। ১৯শে আগস্ট অভিযুক্ত কে ঝাড়গ্রাম ADJ-2 আদালতে পেশ করা হয়। ১৭ই সেপ্টেম্বর এই কেসের চার্জসিট জমা করেন ঝাড়গ্রাম থানার আইসি বিপ্লব কর্মকার, শেষমেস ১৬ জনের সাক্ষ্য প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে ADJ-2 ঝাড়গ্রাম জেলা আদালত দশ মাসের মধ্যে এই কেসের সাজা ঘোষণা করলেন। নারী পাচার চক্রের মূল মাথা পিংকি বিশাল, কৌশিক সিংহ ওরফে (লাদেন), অজয় দাস ও বাবুর বেগকে কুড়ি বছরের কারাদণ্ড ঘোষণা করলো, এরই সাথে নাবালিকাকে ৩ লক্ষ টাকা সরকারি ক্ষতিপূরণ দেওয়া নির্দেশ দেন ঝাড়গ্রাম ADJ-2 আদালতের বিচারকের। এই কেসের সরকারি আইনজীবী কুনাল কান্তি ঘোষ জানান, এই কেসের মূল অভিযুক্ত পিংকি বিশাল ওই নাবালিকাকে ঝাড়গ্রাম থেকে অপহরণ করে বাইরে পাচার করার চক্রান্ত করে ছিলো। পাচার করার আগেই তাদের চক্রান্তকে ভেস্তে দেয় ঝাড়গ্রাম জেলার পুলিশ সুপার ও ঝাড়গ্রাম থানার আইসি। সঠিক সাক্ষ্য প্রমাণ এর ভিত্তিতে নাবালিকার পরিবার তার বিচার পেয়েছে। এই সাজা ঘোষণার পর ঝাড়গ্রাম জেলার পুলিশ সুপার অরিজিৎ সিনাহা ও ঝাড়গ্রাম থানার আইসি বিপ্লব কর্মকার কে সাধুবাদ জানিয়েছেন নাবালিকার পরিবার পরিজনরা।

পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত সেনা জওয়ান

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত সেনা জওয়ান। বর্তমানে আশঙ্কা জনক অবস্থায় কলকাতাতে চিকিৎসাধীন।মালদার মানিকচক ব্লকের ধরমপুর বাস স্ট্যান্ডে বোলেরো ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।ঘটনা সম্পর্কে জানা গেছে মানিকচক থেকে মালদার অভিমুখে বোলেরো যাচ্ছিল এবং মালদা থেকে মানিকচকের দিকে বাইক আসছিলো।ধরমপুর বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় বোলেরো গাড়ি ও বাইকের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় বলে জানান স্থানীয়রা।স্থানীয়রা ও মানিকচক থানার পুলিশ এসে উদ্ধার করে বাইক চালক ও বাইক আরোহীকে মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। বাইক চালক সেনা জওয়ানের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসার পর তড়িঘড়ি মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়। যেখানে খানিকক্ষণ আইসিইউ এ রাখা হয়। অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় কলকাতাতে রেফার করা হয়।

জোড়া চোরকে জুতার মালা পরিয়ে মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● চন্দ্রকোনা

আপনজন: কথায় আছে দশ দিন চোরের একদিন সাজা। ঠিক এমনটাই ডুয়ার্সে ঘটল। টুনবাড়ি চাবাগান এলাকায় দুই চোরকে হাতেনাতে ধরে জুতার মালা পরিয়ে রাস্তায় মিছিল করে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন স্থানীয়রা।যোগেশ মানকিমুন্ডা (২৬) এবং আকাশ মুন্ডা (২৩) নামের ওই দুই চোরের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে এলাকার বিভিন্ন বাড়িতে চুরির অভিযোগ ছিল। সোমবার সকালে, স্থানীয়রা তাদেরকে একটি বাড়ি থেকে চুরি করার সময় হাতেনাতে ধরে ফেলে। এরপর, ক্ষুব্ধ জনতা তাদেরকে জুতার মালা পড়িয়ে মিছিল করে জাতীয় সড়ক ধরে মাল থানার পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে। পুলিশ দুজন অভিযুক্তকে আটক করেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে মামলা নথিভুক্ত করেছে। অন্যদিকে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনাতে মোটর সাইকেল চোরকে হাতেনাতে ধরে গণধোলাই দিয়ে, পেছন দিয়ে হাত বাঁধা অবস্থায় রাস্তায় হাঁটিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিল এলাকাবাসী।

ঈদ ও পরিবেশ দিবস উপলক্ষে রক্তদান শিবির

সেখ রিয়াজউদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলেন্টারি ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি ও বীরভূম ভলানটারি ব্লাড ডোনার্স এসোসিয়েশনের তত্ত্বাবধানে এবং বাংলা সংস্কৃতি মঞ্চ ও চামড়াগুদাম মসজিদ কমিটি ও যুবক বৃন্দের উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। উক্ত শিবিরে ১০২ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্ত দান করেন। রক্তদান শিবিরের পাশাপাশি প্রায় ১০০ টা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠণ কে তাঁদের বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কাজের জন্য সম্মানিত করা হয় এদিনের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলেন্টারি ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি রাজ্য সম্পাদক কবি ঘোষ, সহ সম্পাদক রাজেশ পালিত, ড: কাজল কৃষ্ণ বণিক, সাইকেল ম্যান জয়দেব রাউত, বাংলা সংস্কৃতি মঞ্চের জেলা সভাপতি রাজকুমার ফুলমালি প্রমুখ। বীরভূম ভলেনটারি ব্লাড ডোনার্স এসোসিয়েশনের কর্ণধার পিন্টু সেখ এর নেতৃত্বে ও বাংলা সংস্কৃতি মঞ্চের সদস্য আমিনুল সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয়।

টোটো চালকের মারে ভ্যান চালকের মৃত্যু, বিক্ষোভ বাসিন্দাদের

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: টোটো চালকের মারে ভ্যন চালকের মৃত্যুর ঘটনায় অভিযুক্তকে দ্রুত গ্রেফতার ও তার কঠোর শাস্তির দাবীতে এবার রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আজ সকাল থেকে বাঁকুড়া দুর্গাপুর রাজ্য সড়কের ফুলবেড়িয়া মোড়ের কাছে অবরোধ করে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকাবাসী। এই অবরোধকে ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। সপ্তাহের প্রথম দিনে এই অবরোধের জেরে ব্যস্ততম ওই সড়কে যান চলাচল বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

গতকাল বাঁকুড়ার ফুলবেড়িয়া মোড়ের কাছে খুন হন পেশায় ভ্যন চালক দিলীপ বাউরী। অভিযোগ, স্থানীয় চাঁদুড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা পেশায় টোটো চালক অভিজিৎ ভুঁই এর সঙ্গে রবিবার ভ্যনে যাত্রী তোলা নিয়ে বচসা বাধে দিলীপ বাউরীর। বচসা চলাকালীন অভিজিৎ ভুঁই দিলীপ বাউরীকে লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করে। গুরুতর আহত অবস্থায় দিলীপ বাউরীকে প্রথমে বড়জোড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে তাঁকে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হলে সেখানে গতকালই তাঁর মৃত্যু হয়। এরপর থেকেই এলাকাবাসী অভিযুক্ত অভিজিৎ ভুঁইকে গ্রেফতার ও তার কঠোর শাস্তির দাবীতে সরব হয়। পাশাপাশি মৃতের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবী জানানো হতে থাকে। আজ সেই দাবীকে সামনে রেখেই বাঁকুড়া দুর্গাপুর রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রায় এক ঘন্টা ধরে অবরোধ চলার পর অবশেষে বড়জোড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দাবী পূরণের আস্বাস দিলে অবরোধ ওঠে। দাবীপূরণ না হলে আগামীদিনে আরো বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে অবরোধকারীরা। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে অভিযুক্তকে ইতিমধ্যেই আটক করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

আক্রান্ত যুবককে দেখতে এসডিপিআই প্রতিনিধি দল, সাহায্যের আশ্বাস

বিশেষ প্রতিবেদক ● বীরভূম

আপনজন: গত ১৭ জুন ঈদুল আযহার দিন বীরভূম জেলার মাড়গ্রাম থানার মিলেরডাঙ্গা গ্রামের দুই বাসিন্দা ১৯ বছর বয়সের তুফান শেখ ও ২৪ বছর বয়সের তালেব শেখ বগটুই গ্রামে আত্মীয়দের বাড়ি মাংস নিয়ে যাওয়ার পথে একদল ভিন ধর্মী লোকের হাতে আক্রান্ত হন বলে অভিযোগ।

আরও অভিযোগ, মারধরের পর তুফানকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়অ হলে থানায় নিয়ে লকআপ রাখে। থানা থেকে রাত ১১ টার সময় তুফানকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যায় মাড়গ্রাম থানার পুলিশ। অভিযোগ, রাত তিনটার সময় তাকে হাসপাতাল থেকে ছাড়িয়ে গ্রামের রাস্তায় তুফানের আত্মীয়দের কাছে ছেড়ে দেয় পুলিশ। সোমবার এসডিপিআই-এর রাজ্য কমিটির সদস্য মাসুদুল ইসলামের নেতৃত্ব যাওয়া প্রতিনিধি দল আক্রান্ত তুফান সেখ, তার পরিবার ও গ্রামের মানুষকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর এমনটাই জানান। এদিন এসডিপিআই-এর প্রতিনিধি দলে থাকা উত্তর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সদস্য জাকির হোসেন, বীরভূম জেলা সহ সভাপতি হাসনাত জামান ও স্থানীয় নেতৃত্বরা সমস্ত বিষয় পর্যবেক্ষণ করে যাবতীয় আইনী সহায়তার আশ্বাস দেন। মাসুদুল ইসলাম বলেন, তুফানকে দুষ্কৃতীরা পিটিয়ে হত্যা করতে চেয়েছিল। তার পরেও পুলিশ-এর পক্ষ থেকে কেসের যে ধারা গুলি দেওয়া হয়েছে সেগুলি দুর্বল। তিনি প্রশাসনের কাছে দাবি জানান বিজেপি আরএসএস-এর উগ্রতা দমন করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করার।

বিদ্যুতের দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সাগরদিঘি

আপনজন: বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জেরে রাস্তায় গাছ ফেলে আগুন লাগিয়ে বিক্ষোভ এলাকাবাসীর। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জেরে অশান্ত মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদিঘি ব্লকের কাবিলপুর অঞ্চল। এবারে রাস্তায় গাছ ফেলে আগুন জ্বালিয়ে রীতিমতো বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন কাবিলপুর অঞ্চলের অমৃৎপুর রনজিতপুর এলাকাবাসীরা।

তাদের দাবি গত দুই দিন থেকে বিদ্যুৎ পরিষেবা না থাকলেও পাঠানো হয়নি কোন বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীদের। অভিযোগ বারংবার বিদ্যুৎ পরিষেবা থেকে বিচ্ছিন্ন কাবিলপুর এলাকা। কিন্তু বিদ্যুৎ দফতরের কোনো হেলদোল নেই।যার ফলে এই প্রতিবাদ এলাকাবাসীর।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

নিট নিয়ে সরব প্রদেশ কংগ্রেস মেডিকেল সেল

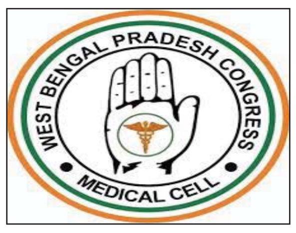

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: ন্যাশনাল বোর্ড অফ এগজামিনেশন্স ইন মেডিক্যাল সায়েন্সেসের তরফে অভিযোগ জানানো হয়, বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া মাধ্যমে পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছেন কিছু লোকজন। মোটা টাকা দিলে নিট পিজি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র আগাম হাতে পৌঁছে যাবে বলে লোভ দেখান তারা। তারা জানান, কিছু জালিয়াত নিট পরীক্ষার্থীদের আগাম প্রশ্নপত্রের লোভ দেখাচ্ছেন। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম থেকে যোগাযোগ করা হচ্ছে পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে।

এই অভিযোগের সঙ্গে সহমত পোষণ করে সরব হলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস মেডিকেল সেলের সাধারণ সম্পাদক ডা. শুভ্রজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়। তিনি এক বিবৃতিতে প্রশ্ন তোলেন, নিট দুর্নীতি বিষয়টি সামনে আসতেই ইউজিসি নেট পরীক্ষা বাতিল করা হল। আর তার পরপরই নিট পিজি পরীক্ষা বাতিল হল। এরকম হওয়ার কারণ কি থাকতে পারে, তা খতিয়ে দেখে লাখ লাখ ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যতের সুরাহা করার দাবি জানান শুভ্রজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়।

পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু, বাড়িতে গেলেন কাজল শেখ

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বীরভূম জেলায় নানুর বিধানসভার নকড্ডা অঞ্চলের নবস্তা গ্রামের আবুল কাশেমের পুত্র তরুণ যুবক তাজিবুল সেখ পরিযায় শ্রমিক। চেন্নাইতে কর্মরত অবস্থায় ২০ জুন মধ্যরাতে আকস্মিক মৃত্যু হয়। পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে মৃতদেহ শেষ কাজ সম্পন্ন হয় এবং পরিবারের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দেন বীরভূম জেলার সভাধিপতি কাজল শেখ। তাই গ্রামের প্রধান ও উপপ্রধান সহ স্থানীয়দের উপস্থিতিতে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে অসহায় পরিবারটির পাশে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সবরকম ভাবে সাহায্য ও সহযোগিতার করার আশ্বাস দেন।।

সিকিমে ১৫০ ফুট লম্বা ফুট ব্রিজ তৈরি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● শিলিগুড়ি

আপনজন: ভারী বৃষ্টির ফলে সিকিমে ফুলেফেঁপে উঠেছে তিস্তা নদী। অবিরাম বৃষ্টির জেরে কোথাও ভেসে গিয়েছে রাস্তা ভেঙে গিয়েছে ব্রিজ। তৈরি হয়েছে বন্যা পরিস্থিতি। নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন সিকিমের স্থানীয় বাসিন্দারা। ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করার জন্য ভারতীয় সেনার ইঞ্জিনিয়াররা তৈরি করল ১৫০ ফুট লম্বা ফুট ব্রিজ। তিস্তা নদীর ওপরেই তৈরি করা হয়েছে এই ফুটব্রিজ। অত্যন্ত প্রতিকূল আবহাওয়া এবং কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়াররা আটচল্লিশ ঘন্টার কম সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ করেছেন ব্রিজ তৈরির কাজ।

মেধা অন্বেষণ ২০২৪

৪র্থ থেকে ১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য

বিশেষ সহযোগিতায়

অনুসন্ধান কলকাতা ও বেস এডুকেশনাল হাব

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, শিশুর যথাযথ বিকাশে তিনটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ – মেধার উন্মেষ, দক্ষতা নির্ণয় ও সুস্থ প্রতিযোগিতা। এদিকে লক্ষ্য রেখে সমস্ত বর্গের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বেস এডুকেশনাল হাব আয়োজন করেছে ট্যালেন্ট সার্চ ২০২৪ প্রতিযোগিতা। চতুর্থ থেকে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য। অনুসন্ধান কলকাতার সহায়তায়। ট্যালেন্ট সার্চ-এর প্রশ্নপত্র কেমন হয় এবং তা নিয়মিত অনুশীলনের জন্য প্রতি সপ্তাহে অংশ বিশেষ প্রকাশিত হবে প্রতি সোমবার আপনজনের ‘স্টাডি পয়েন্ট’ বিভাগে। এগুলি সংগ্রহে রেখো, প্রিয় ছাত্র-ছাত্রী

চতুর্থ শ্রেণী

ইংরেজি

1. Fill in the blank with the most appropriate preposition : The bird flew ______ the bridge.
   (a) on (b) over (c) above (d) in
2. Pick the abstract noun from the sentence given below : Everyone knows him for his intelligence.
   (a) intelligence (b) everyone (c) know (d) for
3. Fill in the blank : He has ______ few apples.
   (a) A (b) An (c) The (d) many
4. Choose the word similar to : Happy
   (a) Sad (b) Morose (c) Merry (d) Beautiful
5. Choose the word which means the opposite of inadequate :
   (a) insufficient (b) useless (c) useful (d) enough
6. Fill in the blank : The ship ______ sailing across the river.
   (a) is (b) are (c) were (d) had
7. Choose the sentence with NO ERRORS :
   (a) She you turn on the lights. (b) Can you turn on the lights. (c) The sun is shining in the sky. (d) Honesty were the best policy.
8. Choose a word which can replace the underlined word in the sentence. He sang nicely.
   (a) danced (b) dance (c) singing (d) sing
9. Fill in the blank : They love ______ cricket.
   (a) played (b) playing (c) will paly (d) are playing
10. Choose the word with the opposite meaning of remarkable.
   (a) Weird (b) Beautiful (c) Easy (d) Common

গণিত

1. ৪৯৮ সংখ্যাটির ৯-এর প্রকৃত মান—
   (a) ৯ (b) ৯০ (c) ৯৮ (d) ৯০০
2. কোন্‌টি সঠিক?
   (a) ভাগশেষ < ভাজক (b) ভাগশেষ > ভাজক (c) ভাগশেষ > ভাগফল (d) ভাগশেষ > ভাজ্য
3. ২৪০ দিন = কত মাস?
   (a) ৮ মাস (b) ৩ মাস (c) ৭ মাস (d) ৬ মাস
4. দুই-ষষ্ঠাংশ = ?
   (a) ১ (b) $\frac{২}{৫}$ (c) $\frac{১}{৩}$ (d) $\frac{২}{৭}$
5. একটি বর্গক্ষেত্রের—
   (a) কোনো বাহুই সমান নয় (b) সকল বাহুই সমান (c) একজোড়া বিপরীত বাহু সমান (d) কেবলমাত্র একজোড়া বাহুই সমান্তরাল
6. 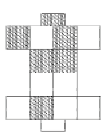 চিত্রটির কত অংশ ফাঁকা?
   (a) $\frac{৯}{১৪}$ (b) $\frac{৪}{৭}$ (c) $\frac{৫}{১৪}$ (d) $\frac{৬}{১৪}$
7. ৮০ ÷ ৪ × ২ = ?
   (a) ৪০ (b) ৫ (c) ২২ (d) ৬
8. (৯ ÷ ৩) × ৪ = ৩ × [?]
   (a) ৪ (b) ৩ (c) ১ (d) ৫
9. একটি মৌলিক জোড় সংখ্যা হল—
   (a) ৪ (b) ৬ (c) ২ (d) ৯
10. ১ টাকা ১০০ ভাগের ২ গুণ = কত টাকা?
   (a) $\frac{১}{৫০}$ (b) $\frac{২}{২০০}$ (c) $\frac{১}{১০০}$ (d) $\frac{২}{৩০০}$

সাধারণ জ্ঞান

1. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয় ---
   (a) 15 আগস্ট (b) 26 জানুয়ারি (c) 2 অক্টোবর (d) 21 ফেব্রুয়ারি
2. ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন—
   (a) জওহরলাল নেহরু (b) লাল বাহাদুর শাস্ত্রী (c) জ্যোতি বসু (d) নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস
3. যে দিনটিকে পরিবেশ দিবস হিসেবে পালন করা হয়—
   (a) 21 ফেব্রুয়ারি (b) 1 জুলাই (c) 5 জুন (d) 1 আগস্ট
4. ‘উইংস অফ ফায়ার’ বইটি লিখেছেন—
   (a) জওহরলাল নেহরু (b) এ পি জে আবদুল কালাম (c) মওলানা আবুল কালাম আজাদ (d) বালগঙ্গাধর তিলক
5. ভারতের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন—
   (a) ইন্দিরা গান্ধি (b) সরোজিনী নাইডু (c) মাতঙ্গিনী হাজরা (d) রানি মহালানবিশ
6. দিল্লি যে নদীর তীরে অবস্থিত—
   (a) ব্রহ্মপুত্র (b) যমুনা (c) সবরমতি (d) কৃষ্ণা
7. যে তাপমাত্রায় জল ফুটতে থাকে—
   (a) 212 ডিগ্রি সেলসিয়াস (b) 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস (c) 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস (d) 32 ডিগ্রি সেলসিয়াস
8. AM (Ante Meridian) বলতে আমরা যে সময় বুঝি—
   (a) সকাল 10 টা থেকে রাত 10 টা (b) রাত 10 টা থেকে সকাল 10 টা (c) দুপুর 12 টা থেকে রাত 12 টা (d) রাত 12 টা থেকে দুপুর 12 টা
9. এরোপ্লেন বা উড়োজাহাজ আবিষ্কার করেন রাইট ভ্রাতৃদ্বয় তাঁরা হলেন—
   (a) জন রাইট (b) মর্গান রাইট (c) অরভিল রাইট-উইলবার রাইট (d) উইনসন রাইট
10. ক্রিকেট খেলায় প্রতি দলে খেলোয়াড় সংখ্যা—
   (a) 7 (b) 9 (c) 10 (d) 11

বিজ্ঞান

1. নীচে লেখা নামগুলির মধ্যে যেটি প্রাণীর নাম নয় সেটি চিহ্নিত করো---
   (a) গণ্ডার (b) মানুষ (c) ফার্ন (d) শকুন
2. আমি জলে থাকি। আমার শরীরটা খুব নরম, শক্ত খোলসে ঢাকা, আমি হলাম—
   (a) ব্যাঙ (b) ঝিনুক (c) হাঁস (d) শিঙি মাছ
3. নীচে লেখা প্রাণীগুলির মধ্যে যেটি ভারতবর্ষে পাওয়া যেত কিন্তু এমন হারিয়ে গেছে সেটিকে খুঁজে বার করো—
   (a) ডোডো (b) গ্রেলিং মাছ (c) বালির বাঘ (d) গোলাপি মাথা হাঁস
4. ভর মাপার জন্য ব্যবহার করা হয়—
   (a) ব্যারোমিটার (b) থার্মোমিটার (c) দাঁড়িপাল্লা (d) মাপন চোঙ
5. বাবা বাজার বাড়িতে এনে বললেন চালের থলের মধ্যে সর্ষের ঠোঙা রেখেছিলেন, সেটি ফেটে গিয়ে চাল ও সর্ষে মিশে গেছে। তুমি যে পদ্ধতি ব্যবহার করে সে দুটিকে আলাদা করতে পারবে সেটি হল—
   (a) হাতে করে আলাদা করা (b) হাওয়ার সাহায্যে আলাদা করা (c) ছাঁকনি দিয়ে আলাদা করা (d) থিতিয়ে ফেলে আলাদা করা
6. তোমার বোনের এখন চার বছর বয়স। তাঁর দাঁতে সংখ্যা হবে—
   (a) ৪৮ (b) ৪২ (c) ৩২ (d) ২০
7. হজম না হওয়া খাবার মানুষের শরীরের যে অংশ জমা হয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়, সেটি নির্বাচন করো—
   (a) ক্ষুদ্রান্ত্র (b) মলাশয় (c) গ্রাসনালি (d) পাকস্থলি
8. বাতাসে অক্সিজেন থেকে বেশি যে গ্যাসটি পাওয়া যাবে সেটি চিহ্নিত করো—
   (a) নাইট্রোজেন (b) অক্সিজেন (c) কার্বন ডাই-অক্সাইড (d) জলীয় বাষ্প
9. নীচে প্রাণী ও তাদের বাসস্থান দেওয়া আছে। সঠিক প্রাণীর সঙ্গে সঠিক বাসস্থান স্তম্ভ মিলিয়ে দেখো—

প্রথম স্তম্ভ	দ্বিতীয় স্তম্ভ
i) বাঘ	A) গির অরণ্য
ii) সিংহ	B) আসাম
iii) মুগা রেশম মথ	C) সুন্দরবন

   (a) i-A, ii-C, iii-B (b) i-C, ii-A, iii-B (c) i-B, ii-A, iii-C (d) i-B, ii-C, iii-A
10. পৃথিবী তার অক্ষে যেদিক থেকে যেদিকে ঘুরছে সেটি নির্ণয় করো—
   (a) সূর্য থেকে পশ্চিমে (b) উত্তর থেকে দক্ষিণে (c) পশ্চিম থেকে পূর্বে (d) দক্ষিণ থেকে উত্তরে

রিজনিং

1. শূন্যস্থান পূরণ : 1, 3, 5, ?, 9, 11
   (a) 4 (b) 6 (c) 7 (d) 8
2. শূন্যস্থান পূরণ : Z, W, ?, Q
   (a) S (b) T (c) U (d) V
3. শূন্যস্থান পূরণ : BALL = CBMM হলে PEN = ?
   (a) QUO (b) QFO (c) QFP (d) QPF
4. শূন্যস্থান পূরণ : 1 = a এবং 2 = b হলে, 3 = ?
   (a) (a – b) (b) (a + b) (c) (b – a) (d) (–a – b)
5. শূন্যস্থান পূরণ : 975, 864, ?, 642
   (a) 752 (b) 753 (c) 735 (d) 732
6. বেমানান বাছাই :
   (a) মোটরবাইক (b) রিকশা (c) অটোরিকশা (d) ভ্যান
7. বেমানান বাছাই :
   (a) কলকাতা (b) বিহার (c) কেরালা (d) গুজরাট
8. বেমানান বাছাই :
   (a) দামোদর (b) ইছামতি (c) বঙ্গোপোসাগর (d) গঙ্গা
9. বেমানান বাছাই :
   (a) আইজ্যাক নিউটন (b) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (c) রাজা রামমোহন রায় (d) সুকান্ত ভট্টাচার্য
10. বেমানান বাছাই :
   (a) বাল্ব (b) ফ্যান (c) কম্পিউটার (d) ইলেক্ট্রিসিটি

উত্তর

ইংরেজি — 1 (b), 2 (a), 3 (a), 4 (c), 5 (d), 6 (a), 7 (c), 8 (a), 9 (b), 10 (b) **গণিত** — 1 (a), 2 (a), 3 (a), 4 (c), 5 (b), 6 (b), 7 (a), 8 (a), 9 (c), 10 (a) **সাধারণ জ্ঞান** — 1 (d), 2 (a), 3 (c), 4 (b), 5 (a), 6 (b), 7 (b), 8 (d), 9 (c), 10 (d) **বিজ্ঞান** — 1 (c), 2 (b), 3 (d), 4 (c), 5 (a), 6 (d), 7 (b), 8 (a), 9 (b), 10 (c) **রিজনিং** — 1 (c), 2 (b), 3 (b), 4 (b), 5 (b), 6 (a), 7 (a), 8 (c), 9 (a), 10 (d)

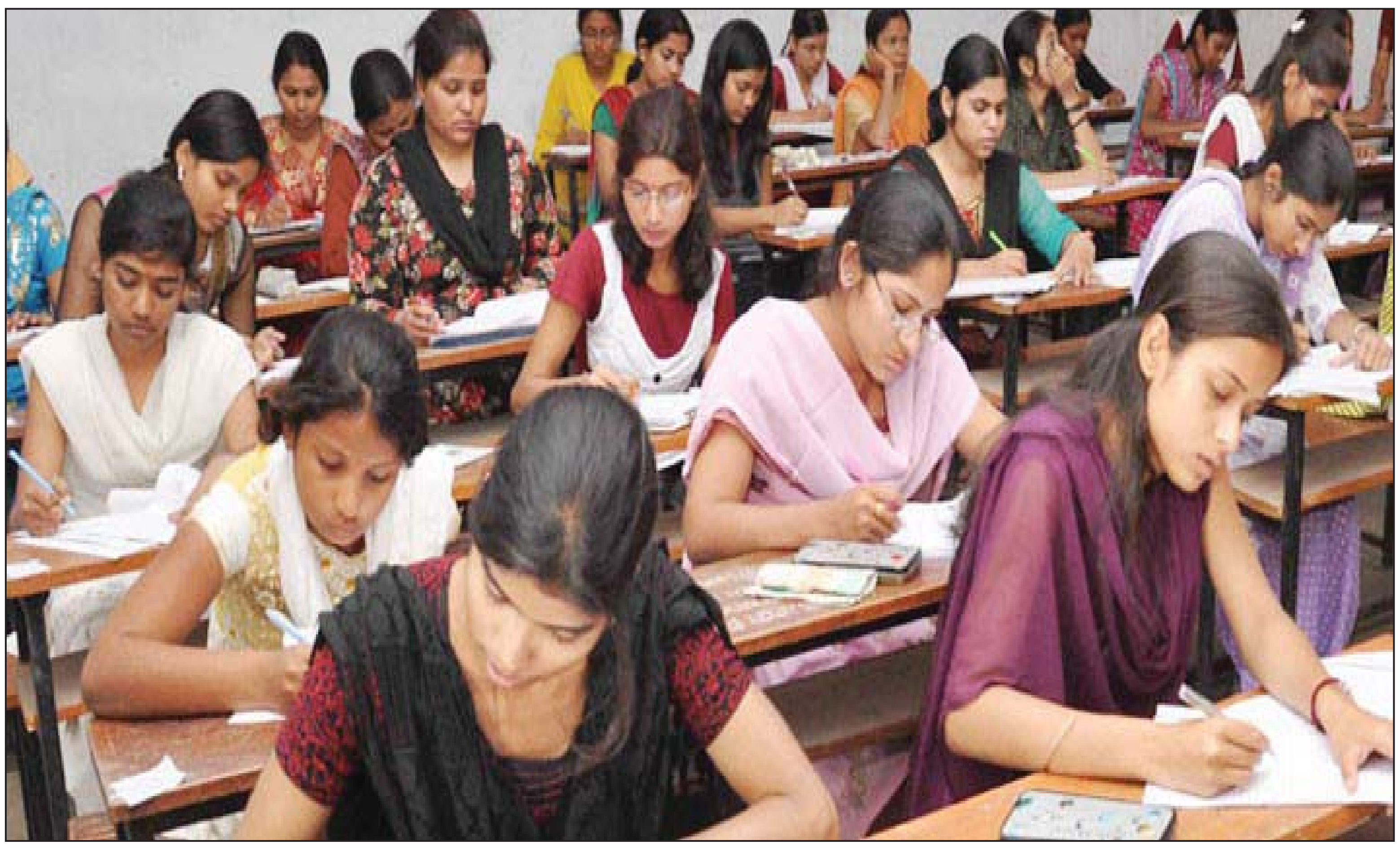

বিজ্ঞানী এলিস সিলভারের চাঞ্চল্যকর দাবি

মানুষ পৃথিবীর জীব নয়

বিজ্ঞানী এলিস সিলভার তার 'হিউম্যান আর নট ফ্রম আর্থ: এ সায়েন্টিফিক ইভ্যালুয়েশন অব দ্য এভিডেন্স" বইটিতে রীতিমতো যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, 'মানুষ পৃথিবীর জীব নয়।' বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং অনেক আগেই বলেছিলেন, 'এলিয়েন আছে, অবশ্যই আছে।" নাসার গবেষকেরা কেপলার টেলিস্কোপের সাহায্যে এমন ২০টি গ্রহের সন্ধান পেয়েছেন, যাদের মধ্যে সম্ভবত প্রাণ আছে। নাসার প্রথম সারির বিজ্ঞানী অ্যালেন স্টেফান, বিজ্ঞানী সিলভানো পি কলম্বানো, বিজ্ঞানী থমাস জুরবিউকেন বিভিন্ন সময় বলেছেন এলিয়েনদের থেকে নাসা আর বেশি দূরে নেই। কয়েক বছরের মধ্যেই নাসা এলিয়েনদের কাছে পৌঁছে যাবে।

কিন্তু সম্প্রতি নাসার এই বক্তব্যে জল ঢেলে দিয়েছেন এক বিজ্ঞানী। তার চাঞ্চল্যকর মতবাদ নিয়ে ঝড় উঠেছে বিজ্ঞানপ্রেমীদের মধ্যে। তিনি দাবি করেছেন, মানুষই এলিয়েন বা ভিনগ্রহের জীব। অথচ বিজ্ঞান বলেছিল, প্রায় ১৮ লাখ বছর আগে আফ্রিকায় সৃষ্টি হয়েছিল প্রথম মানব প্রজাতি হোমো ইরেকটাস।

এলিয়েনরা কি আদৌ এরকম দেখতে? ড. এলিস সিলভার বললেন, মানুষই ভিনগ্রহের জীব। বহুদিন ধরে গবেষণা করার পর তার সিদ্ধান্ত, অন্য জীবদের মতো মানুষের সৃষ্টি পৃথিবীতে হয়নি। কয়েক লাখ বছর আগে অন্য গ্রহ থেকে মানুষকে পৃথিবীতে ছেড়ে যাওয়া হয়েছিল। ড. সিলভার বলেছেন, মানুষের শরীরে থাকা অনেক ত্রুটি বুঝিয়ে দেয়, পৃথিবী আমাদের নিজের গ্রহ নয়। পৃথিবীর অনান্য উন্নত প্রাণীর সঙ্গে মানুষের শরীরের এত পার্থক্য কেন! এই প্রশ্নটির ওপরই দাঁড়িয়ে আছে ড. এলিস সিলভারের মতবাদটি।

ড. সিলভারের সেই চাঞ্চল্যকর থিয়োরির কিছু ঝলক

- ড. সিলিভারের মতে, পৃথিবীতে মানুষ ছাড়া থাকা সব প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী পরিবেশ থেকেই সরাসরি তাদের প্রয়োজন মিটিয়ে নেয়। উদ্ভিদ তার গায়ে এসে পড়া সূর্যালোক, বাতাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইড আর মাটি থেকে জল নিয়ে নিজের খাবার তৈরি করে নেয়। বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীরা সরাসরি উদ্ভিদকে খেয়ে, বা অনান্য প্রাণীকে খেয়ে পৃথিবীতে বেঁচে থাকে। কিন্তু মানুষ প্রকৃতিতে স্বাভাবিকভাবে পাওয়া বা গজিয়ে ওঠা খাবার সরাসরি খেতে অপছন্দ করে কেন!

ড. সিলিভারের মতে, সরাসরি পরিবেশ থেকে নেয়া খাবার হজম করতে পারে না একমাত্র মানুষই। তাই সে অন্যভাবে তার খাদ্যের প্রয়োজন মেটায়। মানুষ যদি পৃথিবীরই জীব হতো, তাহলে সে বাকি প্রাণীদের মতোই পরিবেশ থেকে পাওয়া খাবার সরাসরি খেয়ে হজম করতে পারতো।

- মানুষকে এই গ্রহের সবচেয়ে উন্নত প্রাণী বলে মনে করা হয়। কিন্তু ড. সিলভারের মতে মানুষই হলো পৃথিবীর সবচেয়ে খাপছাড়া জীব। মানুষই পৃথিবীর জলবায়ুতে টিকে থাকার পক্ষে সবচেয়ে অনুপযুক্ত জীব। কারণ, পৃথিবীর বাকি সব জীব সারাজীবন খোলা আকাশের নিচে, প্রখর রৌদ্র, তুমুল ঝড় বৃষ্টি সহ্য করে বেঁচে থাকতে পারে। মানুষ কেন বাকি সব প্রাণীর মতো বৃষ্টিতে ঘন্টার পর ঘন্টা ভিজতে পারে না? কয়েক ঘন্টার বেশি সূর্যের প্রখর রৌদ্রে থাকলে একমাত্র মানুষেরই কেন 'সান স্ট্রোক' হয়? সূর্যের আলোয় বেশিক্ষণ থাকলে আমাদের ত্বকের চামড়া কালো হয়ে যায় কেন? কেন সূর্যের আলোয় মানুষেরই চোখ ধাঁধিয়ে যায়? অন্য প্রাণীদের তো তা হয় না। এগুলো কি প্রমাণ করে না সূর্য-রশ্মি মানুষের পক্ষে উপযুক্ত নয় এবং মানুষ থাকতো কোনো নরম আলোয় ভরা গ্রহে?
- মানুষের মধ্যেই প্রচুর দীর্ঘস্থায়ী রোগ বা ক্রনিক ডিজিজ দেখা দেয় কেন? ড. সিলভারের মতে ব্যাক পেইন (back ache) হলো মানুষের অন্যতম দীর্ঘস্থায়ী রোগ। পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ এই রোগে ভোগেন। কারণ মানুষ পৃথিবীর অনান্য প্রাণীর মতো চারপায়ে হাঁটে না। ফলে হাঁটা চলা ও বিভিন্ন কাজে মাধ্যাকর্ষণের সাহায্য পায় না। পৃথিবীর বাকি প্রাণীদের কি ঘাড়ে, পিঠে, কোমরে ব্যাথা হয়! মানুষের এই 'ব্যাক পেইন' রোগটিই প্রমাণ করে, মানুষের দেহ অন্য কোনো গ্রহে বসবাসের উপযুক্ত হয়ে সৃষ্টি হয়েছিল। যে গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ ছিল পৃথিবীর তুলনায় অনেক কম।
- পৃথিবীতে থাকা কিছু দীর্ঘজীবী প্রাণী, যেমন আফ্রিকার হাতি, অ্যালডাবরা ও গ্যালাপাগোস কচ্ছপ, বো-হেড তিমি, গ্রেটার ফ্লেমিঙ্গো, গ্রিন-উইং ম্যাকাওদের চোখেও কি চল্লিশের পর চালসে (হাইপার মেট্রোপিয়া) পড়ে? বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাদের শ্রবণক্ষমতা কমে যায়?
- পৃথিবীর কোনো মানুষই ১০০ ভাগ সুস্থ নয় কেন? প্রত্যেকেই এক বা একাধিক রোগে ভোগেন কেন?
- মানব শিশুর মাথা বড় হওয়ার জন্য নারীদের স্বাভাবিক উপায়ে প্রসব করতে প্রবল যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। প্রসব করতে গিয়ে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে লাখ লাখ মা ও শিশুর মৃত্যু হয়েছে। মানুষ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনো প্রজাতির লাখ লাখ স্ত্রী প্রাণী ও শাবক প্রসবকালে মারা গিয়েছে কি? মানব শিশু জন্মের পরই পৃথিবীর উন্নত প্রাণীগুলোর শাবকদের মতো হাঁটতে শেখে না কেন?
- মানুষের দেহে কেন ২২৩টি অতিরিক্ত জিন আছে? পৃথিবীর অনান্য প্রাণীদের দেহে অতিরিক্ত জিন নেই কেন?
- মানুষের ঘুম নিয়ে গবেষণা করে গবেষকরা বলছেন পৃথিবীতে দিন ২৪ ঘন্টার, কিন্তু আমাদের দেহের অভ্যন্তরীণ ঘড়ি (body clock) বলছে, আমাদের দিন হওয়া উচিত ছিল ২৫ ঘন্টার। মানবজাতির সৃষ্টিলগ্ন থেকেই দেহঘড়িতে একটি দিনের জন্য কেন ২৫ ঘন্টা বরাদ্দ করা হয়েছিল?

বিভিন্ন বিজ্ঞানী ড. সিলভারের থিওরিটির বিস্তর সমালোচনা করেছেন। অনেকে আবার তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তারা বলেছেন, ড. সিলভার যে যুক্তিগুলো হাজির করেছেন, সেগুলো কিন্তু একেবারেই ফেলে দেওয়ার মতো নয়। সত্যিই তো পৃথিবীর অনান্য প্রজাতির জীবের চেয়ে আমরাই কেন আলাদা হলাম। সত্যিই কি আমরা পৃথিবীর প্রাণী? নাকি আমরা ভিনগ্রহের প্রাণী হয়ে পৃথিবীকে শাসন করছি?

রহস্যটির উত্তর লুকিয়ে আছে কালের গর্ভে। একটা প্রশ্নটা কিন্তু থেকেই গেল, মানুষের সৃষ্টি যদি পৃথিবীতে না হয়ে থাকে বা আমরাই যদি ভিনগ্রহ থেকে পৃথিবীতে এসে থাকি, তাহলে কাদের খুঁজতে নাসা ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার খরচা করছে?

পৃথিবী থেকে উধাও হবে ফোন! কী এই নতুন প্রযুক্তি নিউরালিঙ্ক

আপনজন ডেস্ক: সায়েন্স ফিকশন ছবিতে এতদিন যা দেখা গিয়েছে, তা এবার বাস্তবে করতে চলেছেন বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ ধনকুবের ও স্পেস এক্সের কর্ণধার ইলন মাস্ক। এরই মধ্যে সফল একটি ট্রান্সপ্ল্যান্ট করেছে নিউরালিঙ্ক। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে শেষ হতে চলেছে স্মার্টফোনের যুগ!

এর মাধ্যমে মানুষের মস্তিষ্ক থেকেই নিয়ন্ত্রণ করা যাবে স্মার্টফোনের সব ফিচার! এমনই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের দিকে এগোচ্ছেন ইলন মাস্ক।

জানা গেছে, মাস্ক নিউরালিঙ্ক চিপ ও ইন্টারফেস এরই মধ্যে তৈরি করা হয়েছে, যা মানুষের মস্তিষ্কে বসানো হবে। এটি দিয়েই স্মার্টফোন নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।

এদিন এক্স প্ল্যাটফর্মে সেই সংক্রান্ত একটি পোস্ট করেছেন টেসলা কর্তা। তার দাবি, ভবিষ্যতে পৃথিবী থেকে উধাও হবে সমস্ত স্মার্টফোন। ফোনে যা যা করা হয়, তা এই চিপের সাহায্যেই হয়ে যাবে।

এক্স প্ল্যাটফর্মে নিজের একটি এআই জেনারেটেড ছবি পোস্ট করছেন ইলন মাস্ক। ছবি থেকে বোঝা যাচ্ছে, ফোনের মতো মস্তিষ্ক থেকে নিয়ন্ত্রণ হবে সবকিছু। এই পোস্টে তিনি নিউরালিঙ্ক ইন্টারফেস এবং এক্স ফোনের কথা বলেছেন। এমনিতে খামখেয়ালি মন্তব্যের জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় চর্চায় থাকেন ইলন মাস্ক। তবে আগামীদিনে এই সংক্রান্ত কিছু করার পরিকল্পনা তার থাকলেও থাকতে পারে।

ইলন মাস্ক বলেন, ব্যবহারকারী এবার থেকে ভাবনা দিয়েই স্মার্টফোন নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। আরো একটি পোস্টে তিনি জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে ফোনের দরকার পড়বে না। আপনি শুধু নিউরালিঙ্ক দেখতে পাবেন।

নিউরালিঙ্ক প্রযুক্তি কী?

নিউরালিঙ্ক হলো একরকম রোবোটিক প্রযুক্তি যা আপনার মস্তিষ্কের সঙ্গে যুক্ত হবে। যেহেতু এটি একটি চিপ, তাই ভাবনা দিয়েই স্মার্টফোন, ট্যাব এবং কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। সম্পূর্ণ ওয়্যারলেস উপায়ে ডেটা সরবরাহ হবে। ঠিক যেমন ওয়্যারলেস ইয়ারফোনে গান শোনা হয়। ভবিষ্যতে এরকমই একটি ডিভাইস ইনস্টল করা হবে মস্তিষ্কে, যা আরো বেশি উন্নত হবে এবং সেটি দুনিয়া থেকে মোবাইল ফোন মুছে ফেলবে।

তবে ইলন মাস্কের এই প্রস্তাবে কেউ খুশি, তো কেউ হাসি-ঠাট্টা করেছেন। কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন মস্তিষ্কে অপারেশন করার চেয়ে ভালো স্মার্টফোন ব্যবহার করা।

মহাকাশে ঘটতে পারে আশ্চর্যজনক 'নোভা' বিস্ফোরণ, দেখা যাবে খালি চোখেই

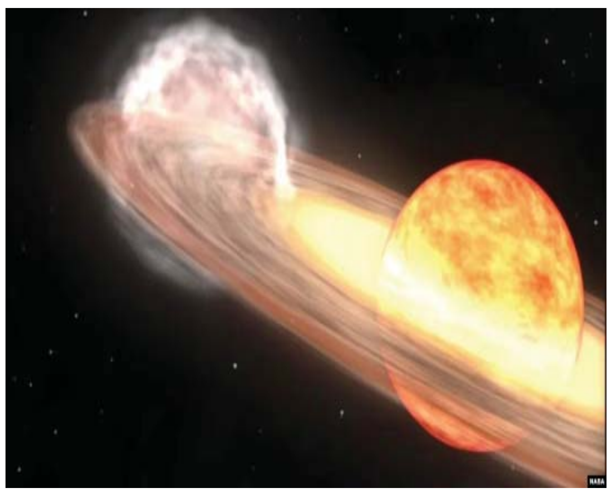

আপনজন ডেস্ক: সারা বিশ্বের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা একটি বিরল জ্যোতির্বিদ্যার ঘটনার জন্য অপেক্ষা করছে, যার নাম নোভা বিস্ফোরণ! এবং যে মুহূর্তে (সম্ভবত সেপ্টেম্বরে) এই ঘটনাটি হবে, সেটি এত উজ্জ্বল হবে যে এটি পৃথিবীতে বসেও খালি চোখে দেখা যাবে। এই ঘটনাটি যে নক্ষত্রটির জন্য ঘটবে তার নাম 'ব্লেজ স্টার'।

সারা বিশ্বের পেশাদার এবং অপেশাদার জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের চোখ প্রায়ই রাতের আকাশের গভীরে অবস্থিত একটি ছোট নক্ষত্রমণ্ডলে স্থির। তবে এটি 'উত্তর ক্রাউন' বা 'করোনা বোরিয়ালিস' এর ৭টি তারা নয়, যা এমন মনোমুগ্ধকর আকর্ষণ তৈরি করে। পরিবর্তে, এই নক্ষত্রগুলোর মধ্যে একটি অন্ধকার স্থান রয়েছে, যেখানে একটি নোভা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটতে চলেছে। যা এত উজ্জ্বল হবে যে এটি পৃথিবী থেকে খালি চোখে দেখা যাবে।

নোভা ইভেন্টে বিশেষজ্ঞ ও নাসার গডার্ড স্পেস ফ্লাইট সেন্টারের একজন সহকারী গবেষণা বিজ্ঞানী ড. রেবেকা হাউনসেল বলেন, 'এটি জীবনে একবারের ঘটনা যা অনেক নতুন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর জন্ম দেবে। এটি তরুণদের একটি মহাজাগতিক ইভেন্টের জন্য অপেক্ষা করাবে।' তিনি আরও বলেন, 'নাসার গডার্ড স্পেস ফ্লাইট সেন্টার তারা নিজেরাই দেখতে পারে, তাদের নিজস্ব প্রশ্ন করতে পারে। তাদের নিজস্ব ডেটা সংগ্রহ করতে পারে, যা পরবর্তী প্রজন্মের বিজ্ঞানীদের অনুপ্রাণিত করবে।'

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে এটি 'T CrB' নামে পরিচিত; যা একটি বাইনারি নক্ষত্র ব্যবস্থা যা পৃথিবী থেকে প্রায় ৩০০০ আলোকবর্ষ দূরে উত্তর করোনায় অবস্থিত। সিস্টেমটি একটি সাদা বামন নিয়ে গঠিত - পৃথিবীর আকারের একটি মৃত তারার অবশিষ্টাংশ, যার ভর আমাদের সূর্যের সঙ্গে তুলনীয় - এবং একটি প্রাচীন লাল দৈত্য। লাল দৈত্যটি তার ক্ষুধার্ত প্রতিবেশীর নিরলস মহাকর্ষীয় টানে ধীরে ধীরে হাইড্রোজেন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

লাল দৈত্য থেকে হাইড্রোজেন সাদা বামন নক্ষত্রের পৃষ্ঠে জমা হয়, চাপ এবং তাপ বৃদ্ধি করে। শেষ পর্যন্ত, এটি একটি থার্মোনিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ ঘটায় যা মহাশূন্যে জমা হওয়া উপাদানকে বিস্ফোরণ ঘটায়। T CrB-এর জন্য, এই ঘটনাটি গড়ে প্রতি ৮০ বছরে পুনরাবৃত্তি হয় বলে মনে হয়।

১৯৪৬ সালে পৃথিবী থেকে T CrB নোভা শেষবার দেখা গিয়েছিল। বিগত দশকে এর আচরণ ১৯৪৬ সালের অগ্ন্যুৎপাতের একই সময়সীমায় পর্যবেক্ষণের মতোই। যদি এই প্যাটার্ন চলতে থাকে, কিছু গবেষক বলেছেন যে একটি নোভা ইভেন্ট ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে ঘটতে পারে।

এই বিস্ফোরণটি সংক্ষিপ্ত হবে। একবার এটি বিস্ফোরিত হলে, এটি প্রায় এক সপ্তাহের জন্য খালি চোখে দৃশ্যমান হবে - তবে হাউন্সেল নিশ্চিত যে এটি দেখার মতো একটি দৃশ্য হবে।

মেটার 'লামা ৩' চ্যাটবট যেভাবে ব্যবহার করবেন

অন লাইন

আপনজন ডেস্ক: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নিয়ে দুনিয়াজুড়ে হইচই। ইতিমধ্যে বড় বড় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠাগুলো এআই পরিষেবা নিয়ে বেশ দৌড়ঝাঁপ করছে। মার্ক জাকারবার্গও এই দৌড়ে পিছিয়ে নেই। কিছুদিন আগেই মেটা এআই চ্যাটবট লঞ্চ করেছিল সংস্থা। এবার সেটি ভারতে লঞ্চ করলেন মার্ক জাকারবার্গ। ভারতীয়দের জন্য ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপে চালু হলো মেটা এআই চ্যাটবট।

লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল দিয়ে তৈরি মেটার 'লামা ৩' চ্যাটবট।

মেটার নতুন এআই রোবটের মাধ্যমে নানা টাস্ক করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা। চ্যাটজিপিটি, জেমিনি এবং কোপাইলটের মতোই জবাব দেবে মেটা এআই চ্যাটবট।

'লামা ৩' দিয়ে কী কাজ করানো যাবে?

নির্দিষ্ট কোনো রেস্তোরাঁ খুঁজে দেওয়া, ট্রিপ প্ল্যানিং, হোমওয়ার্ক করে দেওয়াসহ একাধিক কাজ করানো যাবে এই চ্যাটবট দিয়ে। পাশাপাশি মেসেজ, ই-মেইল, সিভি, নিবন্ধ ইত্যাদি তৈরি করার ক্ষেত্রেও সাহায্য নিতে পারেন মেটা এআই চ্যাটবটের। এছাড়াও এআই ছবি তৈরি করা, খবরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা জানা এবং ব্যবসার জন্য নতুন আইডিয়া জেনারেট করার মতো টাস্ক করানো যাবে।

কীভাবে ব্যবহার করতে হবে?

ফেসবুকে সার্চ অপশনে ভিজিট করতে হবে। সেখানেই থাকবে 'Ask Meta AI anything' অপশন। এতে ট্যাপ করলেই খুলে যাবে চ্যাটবট। ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ এবং মেসেঞ্জারেও সার্চ অপশনে আসতে পারে এআই চ্যাটবট। ধরুন, মেসেঞ্জারে কাউকে অভিনব কিছু পাঠাতে চান অথবা ফেসবুকে এআই ছবি পোস্ট করতে চান, সেক্ষেত্রে সাহায্য নিতে পারেন মেটা এআই চ্যাটবটের।

প্রকাশ্যে এলো হুয়াওয়ের নতুন হেলথ সেন্সর 'হোল-হাউস স্মার্ট এআই-অ্যাসিস্টেড হেলথ সেন্সর'

টপ গেজেট

আপনজন ডেস্ক: চীনের প্রযুক্তি কোম্পানি হুয়াওয়ে নতুন একটি স্মার্ট হোম গ্যাজেট উন্মোচন করেছে। এআই নির্ভর প্রযুক্তিটি ব্যক্তির স্বাস্থ্যগত বিষয়গুলো দেখভাল করতে পারবে।

হেলথ সেন্সরটির দাম ধরা হয়েছে চীনা মুদ্রায় ১ হাজার ৩৯৯ ইউয়ান (প্রায় ১৯৬ ডলার)। সেন্সরটি একজন ব্যক্তিকে তার বাড়িতে থাকা অবস্থায় নিরাপদ ও আরামদায়ক অনুভূতি দেওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

হোল-হাউস স্মার্ট এআই-অ্যাসিস্টেড হেলথ সেন্সরটির স্পেসিফিকেশনে হুয়াওয়ে জানিয়েছে, সেন্সরটি মূলত তিনটি ক্ষেত্রে কাজ করবে। এগুলো হলো–পড়ে যাওয়া অবস্থা (ফলস), বিছানায় শুয়ে থাকা অবস্থা (বেড ফলস) ও ঘুমের সময় (স্লিপ)।

এটি ব্যাপকভাবে মানুষের ভঙ্গি, অবস্থান (পজিশন) ও শ্বাস-প্রশ্বাসের হার শনাক্ত করতে পারবে। প্রবীণ ব্যক্তিদের নিয়ে যারা উদ্বিগ্ন বা তাদের ঘুমের অভ্যাসের উন্নতি করতে চান, তাদের জন্য সেন্সরটি বেশ সহায়ক হবে বলে দাবি জানিয়েছে কোম্পানিটি।

সেন্সরটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফিচারগুলোর মধ্যে একটি হলো ফল ডিরেকশন বা পড়ে যাওয়া শনাক্তকরণ। যন্ত্রাংশটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে বাথরুম ও বেডরুমে পড়ে যাওয়ার মধ্যকার পার্থক্য শনাক্ত করতে পারে। একই সঙ্গে একাধিক মাধ্যমে (যেমন–ফোন কল, এসএমএস ও নোটিফিকেশন) সতর্কবার্তা পাঠাতে পারে। এছাড়া জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত হস্তক্ষেপেরও অনুমতি দেয়।

হোয়াটসঅ্যাপে কল করা যাবে যেকোনও নম্বরে, লাগবে না রিচার্জ?

আপনজন ডেস্ক: মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম হোয়াটসঅ্যাপে এবার 'ডায়ালিং ফিচার' আসছে। এরই মধ্যে এই ফিচারের পরীক্ষা শুরু করে দিয়েছে মেটা মালিকানাধীন এই সংস্থা। খুব শিগগির অ্যাপেই পাবেন ফোন নম্বর ডায়াল করার সুবিধা।

ফোনে যেসব কন্ট্যাক্ট সেভ রয়েছে, তাদেরকে ফোন করা বেশ সহজ। হোয়াটসঅ্যাপে ভয়েস কল করতে চাইলে চট করে করা যায়। কিন্তু যাদের নম্বর সেভ নেই তাদের ফোন করবেন কীভাবে? সেই সমস্যার সমাধান করবে এই ফিচার। অ্যাপেই ভয়েস কলিংয়ের জায়গায় একটি ডায়ালার অপশন যুক্ত হতে চলেছে।

আপনি যাকে ফোন করতে চান, তার নম্বর ডায়াল করলেই হবে। অন্য কোথাও যাওয়ার দরকার পড়বে না। শুধু মোবাইলে থাকতে হবে ইন্টারনেট কানেকশন।

হোয়াটসঅ্যাপ অ্যানড্রয়েড বিটা ভার্সন ২.২৪.১৩.১৭-এ ফিচারটি পরীক্ষা করা হচ্ছে। শিগগির সব ব্যবহারকারীরা এই ফিচার পাবেন তাদের হোয়াটসঅ্যাপে। আশা করা হচ্ছে, নতুন ফিচারেও সুরক্ষার বিষয়টি নজর রাখবে তারা। আর কিছুদিনের মধ্যেই সবার ফোনে ডায়ালার অপশন যুক্ত করতে চলেছে মেটা।

বর্তমানে ফোনের সিম কার্ডে রিচার্জ না থাকলে ফোন করা যায় না। কিন্তু, হোয়াটসঅ্যাপ পুরো বিষয়টি আরো সহজ করে তুলতে চায়। তাই এই রকম ফিচারের উপর কাজ করছে তারা। তবে রিচার্জের ব্যাপারে এখনো নিশ্চিত কিছু জানা যায়নি।

একইসঙ্গে ৫ হাজার মানুষের সঙ্গে মেসেজিং করা যাবে মেসেঞ্জারে

আপনজন ডেস্ক: বর্তমান সময়ে যোগাযোগের জন্য মেটা (ফেসবুক) এর বিভিন্ন অ্যাপস 'মেসেঞ্জার' বেশ জনপ্রিয়। এবার মেসেঞ্জারে একই সময়ে ৫ হাজার বন্ধুর সঙ্গে কথা বলার জন্য 'কমিউনিটিজ' ফিচার নিয়ে এল মেটা।

মেটার দাবি, ব্যবহারকারীরা ফেসবুক ফ্রেন্ড, ফ্রেন্ডের ফ্রেন্ডদেরও রিকোয়েস্ট করতে পারবেন।

২০২২ সালে প্রথম হোয়াটসঅ্যাপে লঞ্চ হয় এই কমিউনিটি ফিচার। এই ফিচারের ফলে অনেকেই লাভবান হতে পারেন। যাদের ফেসবুকে যোগাযোগ রাখার জন্য গ্রুপ বানাতে হয়। তারা এবার মেসেঞ্জারে ৫ হাজার জন ইউজার পর্যন্ত একটি কমিউনিটি তৈরি করতে পারবে।

প্রযুক্তিবিষয়ক সংবাদমাধ্যম টেকক্রাঞ্চ জানায়, নতুন কমিউনিটিজ ফিচারটির মাধ্যমে একইসঙ্গে ৫ হাজার মানুষের সঙ্গে মেসেজিং করা যাবে। সেখানে নিয়মটি আপডেট করা যাবে, ছবি-ভিডিও, অডিও আপলোড করা যাবে। এছাড়া আরও বেশ কয়েকটি কাজ করা যাবে এখানে।

জেনে নিন কী কী করতে পারবেন মেসেঞ্জার কমিউনিটিতে-

১. নতুন মেম্বারদের ইনভাইট করতে পারবেন।
২. কমিউনিটি চ্যাট তৈরি করতে পারবেন।
৩. কমিউনিটি থেকে কাউকে বাদ দিতে পারবেন।
৪. কমিউনিটিতে কোনো চ্যাট ডিলিট করতে পারবেন।
৫. কমিউনিটি থেকে বেরিয়ে যেতে পারবেন।
৬. কোনো কন্টেন্টের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করার ক্ষমতা থাকবেন।
৭, কমিউনিটি চ্যাট থেকে কোনো কনটেন্ট মুছে ফেলতে পারবেন।

বিশ্বের প্রথম এআই হাসপাতাল চালু

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বের প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) চালিত হাসপাতাল চালু হয়েছে চীনে। চীনের সিংহুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা 'এজেন্ট হাসপাতাল' নামে এআই চালিত নতুন এ ভার্চুয়াল হাসপাতাল চালু করেছেন। ভার্চুয়াল এ হাসপাতালটিতে ১৪ জন এআই ডাক্তারের পাশাপাশি চারজন এআই নার্সও রয়েছেন। চীনা সংবাদমাধ্যম গ্লোবাল টাইমসের এক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। গবেষকদের মতে, এআই চিকিৎসকরা কয়েক দিনেই ১০ হাজার রোগীকে চিকিৎসা সেবা দিতে সক্ষম। তবে এই চিকিৎসা সেবা দিতে মানব চিকিৎসকদের সময় লাগবে কমপক্ষে দুই বছর। এআই ডাক্তাররা মার্কিন মেডিকেল লাইসেন্সিং পরীক্ষার মেডকিউএ ডেটাসেটে ৯৩ দশমিক শূন্য ৬ শতাংশ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছে। তার ভিত্তিতে গবেষকরা দাবি করছেন, এআই ডাক্তাররা চিকিৎসা সম্পর্কিত প্রশ্নগুলো বোঝার এবং উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে পারদর্শী। ফলে এরা রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে তাদের সম্ভাব্য কার্যকারিতা প্রমাণ করেছে।

ইউরো ২০২৪

অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তনে গ্রুপসেরা জার্মানি, শেষ ষোলোয় সঙ্গী সুইজারল্যান্ডও

আপনজন ডেস্ক: টানা দুই ম্যাচ জিতে আগেই সুপার এইট নিশ্চিত করেছিল জার্মানি। এরপরও সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষ আজকের ম্যাচটি মোটেই গুরুত্বহীন ছিল না। বিশেষ করে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে পরের রাউন্ডে যেতে এই ম্যাচটি ছিল মহাগুরুত্বপূর্ণ। এমন ম্যাচে অতিরিক্ত সময়ের গোলে হার এড়িয়ে গ্রুপসেরা হয়েই পরের পর্বে গেল জার্মানি। ৯২ মিনিটে বদলি খেলোয়াড় নিকলাস ফুলক্রুগের গোলে ১-১ গোলে ড্র করেছে জার্মানরা।

আগের দুই ম্যাচে দুর্দান্ত খেলা জার্মানিকে আজ বেশ চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছিল সুইসরা। জমাট রক্ষণে জার্মান আক্রমণভাগকে চাপেই রেখেছিল তারা। একপর্যায়ে জার্মানদের হার নিশ্চিতই মনে হচ্ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বরুসিয়া ডর্টমুন্ড তারকা ফুলক্রুগই ত্রাতা হয়ে বাঁচিয়েছেন জার্মানিকে। এ ড্রয়ে গ্রুপ 'এ' থেকে ৭ পয়েন্ট নিয়ে পরের পর্বে গেল জার্মানি। ৫ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ রানার্সআপ হয়েছে সুইজারল্যান্ড। অন্য ম্যাচে শেষ মুহূর্তের গোলে স্কটল্যান্ডকে ১-০ গোলে হারিয়েছে হাঙ্গেরি। এ জয়ে হাঙ্গেরির তৃতীয় সেরা দলগুলোর একটি হয়ে পর্বের যাওয়ার সুযোগ এখনো আছে।

ফ্রাঙ্কফুর্টে ম্যাচের তৃতীয় মিনিটেই কর্নার থেকে গোলের সুযোগ পায় জার্মানি। তবে সুযোগটি কাজে লাগাতে পারেনি তারা। শুরু থেকে জার্মানি বলের দখল রেখে খেললেও, সুইজারল্যান্ড ছিল বেশ সতর্ক। জার্মানিকে আটকে রেখে আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টাও করে তারা। এর মধ্যেও ১২ মিনিটে সুইস রক্ষণকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল স্বাগতিকরা। কিন্তু অল্পের জন্য গোলের দেখা পাননি কাই হাভার্টজ।

মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণ রেখে একের পর এক আক্রমণে যাওয়ার সুফল জার্মানি পায় ম্যাচের ১৭ মিনিটে। বক্সের বেশ বাইরে থেকে দারুণ এক শটে গোল করেন রবার্ট আনড্রিচ।

তবে একই আক্রমণের শুরুতে বক্সের ভেতর জামাল মুসিয়ালা প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়কে ফাউল করায় ভিএআর যাচাইয়ের পর বাতিল করা হয় গোলটি।

গোল না পেলেও সুইস রক্ষণকে বেশ চাপে রাখে জার্মানরা। যে কারণে জার্মানি আক্রমণে যাওয়ার সময় সুইজারল্যান্ডের প্রায় সব খেলোয়াড়কে নিচে নেমে এসে রক্ষণ সামলাতে হচ্ছিল।

শেষ ষোলোয় যাওয়ার জন্য সুইজারল্যান্ডের ড্র যথেষ্ট ছিল। সে কারণেই হয়তো বেশ সতর্ক হয়ে খেলছিল তারা। ধীরে ধীরে অবশ্য আক্রমণেও যায় তারা।

২৮ মিনিটে দাপুটে খেলতে থাকা জার্মানিকে স্তব্ধ করে এগিয়েও যায় সুইজারল্যান্ড। দারুণ এক প্রতি-আক্রমণ থেকে রেমো ফ্রুয়েলারের সহায়তায় অসাধারণ এক স্লাইডিং শটে গোল করে সুইসদের এগিয়ে দেন ডান এনডয়ে।

একটু পর এনডয়ের শট অল্পের জন্য পোস্টের বাইরে দিয়ে না গেলে দুই গোলে পিছিয়ে যেতে পারত জার্মানরা।

এগিয়ে গিয়ে সুইজারল্যান্ড আরও বেশি সতর্ক ফুটবল খেলতে শুরু করে। এ সময় রক্ষণে জোর দিলেও আক্রমণের সুযোগগুলোও কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছে তারা। জার্মানি অবশ্য দলীয় প্রচেষ্টার পাশাপাশি ব্যক্তিগত নৈপুণ্য দিয়েও ম্যাচে সমতা ফেরানোর চেষ্টা করে যাচ্ছিল। যদিও এদিন সেরা ছন্দে দেখা যায়নি জার্মানিকে।

সেমিফাইনালে অপরাজিত দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিদায়

আপনজন ডেস্ক: গতকাল রাতে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের বড় জয়েই নিশ্চিত হয়েছিল—অ্যান্টিগার এই ম্যাচ রূপ নিচ্ছে কোয়ার্টার ফাইনালে। সেই নকআউট ম্যাচে একদিকে দুবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজ, আরেক দিকে এ টুর্নামেন্টের অপরাজিত দল দক্ষিণ আফ্রিকা। তবে দুই দলের সামনে প্রায় বিস্মৃত সেমিফাইনালের হাতছানি। অ্যান্টিগার ম্যাচটি হওয়ার কথা ছিল রোমাঞ্চকর, শেষ পর্যন্ত হয়েছেও সেটি। তাতে ডিএলএস পদ্ধতিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৩ উইকেটে হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েই সেমিফাইনালে চলে গেছে দক্ষিণ আফ্রিকা।

টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে ওয়েস্ট ইন্ডিজ তুলেছিল ১৩৫ রান। সেটি যে খুব বড় নয়, তা বোঝা যাচ্ছিল আগে থেকেই। তবে আন্দ্রে রাসেলের পর রোস্টন চেজের বোলিং ম্যাচে রেখেছিল স্বাগতিকদের। শেষ পর্যন্ত ১৪ বলে অপরাজিত ২১ রানের ইনিংসে ২০১৪ সালের পর প্রথমবার দক্ষিণ আফ্রিকাকে সেমিফাইনালে তোলেন ইয়ানসেন। ২০১৬ সালের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের আরেকটি সেমিফাইনালের অপেক্ষা তাই আরেকটু বাড়ল। ইংল্যান্ডের কাছে হারের পর যুক্তরাষ্ট্রকে উড়িয়ে এ ম্যাচে এসেছিল স্বাগতিক ওয়েস্ট ইন্ডিজ। অন্যদিকে দক্ষিণ আফ্রিকা এ টুর্নামেন্টে ছিল অপরাজিত, তবে প্রোটিয়াদের প্রায় সব কটি জয়ই ছিল বেশ কম ব্যবধানে।

বোলিংয়ের পর ব্যাটিংয়েও একসময় দারুণ নিয়ন্ত্রণে থাকলেও স্যার ভিভিয়ান রিচার্ডস স্টেডিয়ামের ম্যাচটিও রূপ নেয় স্নায়ুর লড়াইয়ে। আরেকবার পরাজয়ের শঙ্কা সরিয়ে সে লড়াই জেতে দক্ষিণ আফ্রিকা, এমনকি এ ম্যাচে বৃষ্টি এলেও অসুবিধা হয়নি কোনো তাদের। টসে জিতে ফিল্ডিং নেওয়ার পর আগের ম্যাচে অপরাজিত ৮২ রানের ইনিংস খেলা শাই হোপকে প্রথম ওভারে ফেরান মার্কো ইয়ানসেন, দ্বিতীয় ওভারে বোলিং করতে এসে নিকোলাস পুরানের উইকেট নেন এইডেন মার্করাম। ৫ রানে ২ উইকেট হারিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ধাক্কা খায় শুরুতেই। এরপর অ্যান্টিগায় যেসব ঘটনা দেখা যায়, তাতে হয়তো ফিরে আসছিল দক্ষিণ আফ্রিকার অস্বস্তিকর সব অভিজ্ঞতা। রোস্টন চেজ ও কাইল মায়ার্সের জুটির সময়ে পড়ে সহজ তিনটি ক্যাচ। চতুর্থ সুযোগটিকে অবশ্য সরাসরি ক্যাচ মিস বলা যাবে না, তবে সেটি নিতে গিয়ে সংঘর্ষ হয়ে যায় দুই পেসার মার্কো ইয়ানসেন ও কাগিসো রাবাদার। রাবাদা তখন পর্যন্ত বোলিংয়েই আসেননি, যদিও শেষ পর্যন্ত তাঁর তেমন কিছু হয়নি। তবে উঠে যেতে হয় ইয়ানসেনকে। এ চারটি সুযোগের দুটিই আসে অধিনায়ক মার্করামের বলে, এমনিতে পার্টটাইমার হলেও টানা চারটি ওভার করেন এই অফ স্পিনার। দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় স্পিনার হিসেবে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বোলিং ওপেন করার পর টানা ৪ ওভার করলেন তিনি। সুযোগ কাজে লাগিয়ে ক্যারিবিয়ানদের বেশ নাজুক অবস্থা থেকে উদ্ধার করেন মায়ার্স ও চেজ, তবে দুজনই আউট হন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে গিয়ে। ব্র্যান্ডন কিংয়ের চোটে বিশ্বকাপ দলে আসা মায়ার্সের এটিই ছিল প্রথম ম্যাচ, তবে অনেকটা সময় ক্রিজে থাকলেও সুবিধা করতে পারেননি। তাব্রেইজ শামসির দ্বিতীয় ওভারে ডিপ কাভার পয়েন্টে ক্যাচ তোলেন ৩৪ বলে ৩৫ রান করে।

দুই ফুলটাইম স্পিনারের পরের ৪ ওভারে পড়ে ৩ উইকেট—কেশব মহারাজের ফ্লাইটে পরাস্ত হয়ে স্টাম্পিং ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক রোভম্যান পাওয়েল, শামসির বলে স্লিপে মার্করামের হাতে শেরফান রাদারফোর্ড ধরা পড়ার পর লং অনে ক্যাচ দেন চেজ। ৪২ বলে ৫২ রান করে থামেন চেজ।

আনরিখ নর্কিয়া ও কাগিসো রাবাদার পেস একেবারে শেষের জন্য জমা রেখেছিলেন মার্করাম। তবে নর্কিয়ার গতির জবাব টানা দুই ছক্কায় দিয়েছিলেন রাসেল, ওয়েস্ট ইন্ডিজ তখন শেষের লাফের আশায়। কিন্তু ১৮তম ওভারে ইনিংসে প্রথমবারের মতো বোলিংয়ে আসা রাবাদার বলে নর্কিয়ার সরাসরি থ্রোতে রানআউট হয়ে থামতে হয় রাসেলকে। ইনিংসে তখনো বাকি ছিল ১৭ বল, রাসেলের জন্য যেটি হতে পারত আদর্শ মঞ্চ। রাবাদার ওই ওভারে আকিল হোসেনও থামেন, আসে মাত্র ১ রান। শেষ ২ ওভারে ১৭ রান তুললেও ওয়েস্ট ইন্ডিজ থামে ১৫০ রানের বেশ আগেই।

রান তাড়ায় আকিলের করা প্রথম ওভারে ৩ চারে শুরু করেন ফর্মে থাকা ডি কক। তবে রাসেলের করা জোড়া উইকেটের দ্বিতীয় ওভারে যেন প্রাণ ফেরে স্যার ভিভিয়ান রিচার্ডস স্টেডিয়ামে। ফর্ম খুঁজে ফেরা রিজা হেনড্রিকসের পর রাসেলের শিকার ডি ককও।

এরপরই নামে বৃষ্টি। প্রায় সোয়া এক ঘণ্টা খেলা বন্ধ থাকার পর ১৭ ওভারে দক্ষিণ আফ্রিকার নতুন লক্ষ্য দাঁড়ায় ১২৩ রান, পাওয়ারপ্লেও কমে আসে ১ ওভার। ষষ্ঠ ও অষ্টম ওভারে মার্করাম ও হাইনরিখ ক্লাসেনকে ফিরিয়ে আবার ওয়েস্ট ইন্ডিজকে আশা জোগান আলজারি জোসেফ। যদিও মাঝে সপ্তম ওভারে গুড়াকেশ মোতির ওপর চড়াও হয়েছিলেন ক্লাসেন, ২০ রানের ওই ওভারটিই দক্ষিণ আফ্রিকাকে এগিয়ে দেয় অনেকটা। ডেভিড মিলার চেষ্টা করছিলেন উইকেট ধরে রাখতে, ১২তম ওভারে প্রথমবার বোলিংয়ে আসা চেজকে ব্যাকফুটে গিয়ে জায়গা বানিয়ে খেলতে গিয়ে বিপদ ডেকে আনেন। ১৪ বলে ৪ রানে বোল্ড তিনি, দক্ষিণ আফ্রিকার তখন দরকার ৩২ বলে ৩০ রান।

মাঝে রাসেলের ওভার পেরিয়ে আবার আসেন চেজ, তাঁকে তুলে মারতে গিয়ে লং অনে ধরা পড়েন ট্রিস্টান স্টাবস। চেজের ওপর চড়াও হওয়ার মাশুল দিতে হয় কেশব মহারাজকেও। তবে চেজের ওই ওভারে পুরানের মিসফিল্ডে ডাবলস আর শেষে রাবাদার মারা চারে চাপ অনেকটাই কমে আসে দক্ষিণ আফ্রিকার। শেষ ওভারে ওবেদ ম্যাকয়ের প্রথম বলে ছক্কা মেরে দক্ষিণ আফ্রিকার জয় নিশ্চিত করেন ইয়ানসেন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ওয়েস্ট ইন্ডিজ: ২০ ওভারে ১৩৫/৮ (চেজ ৫২, মায়ার্স ৩৫, রাসেল ১৫, জোসেফ ১১*; শামসি ৩/২৭, রাবাদা ১/১১, ইয়ানসেন ১/১৭, মহারাজ ১/২৪, মার্করাম ১/২৮)

দক্ষিণ আফ্রিকা: (লক্ষ্য—১৭ ওভারে ১২৩) ১৬.১ ওভারে ১২৪/৭ (স্টাবস ২৯, ক্লাসেন ২২, ইয়ানসেন ২১*, মার্করাম ১৮; চেজ ৩/১২, রাসেল ২/১৯, জোসেফ ২/২৫)

ফল: দক্ষিণ আফ্রিকা ৩ উইকেটে জয়ী (ডিএলএস)

ম্যান অব দ্য ম্যাচ: তাব্রেইজ শামসি (দক্ষিণ আফ্রিকা)

২০২৪ বিশ্বকাপের দল পরিচিতি

কানাডা: 'বুড়ো'দের দল কত দূর যাবে

আপনজন ডেস্ক: সাদ বিন জাফর—আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে একমাত্র বোলার, যিনি ৪ ওভার বল করে ৪টিই মেডেন নিয়েছেন। ২০২১ সালে পানামার বিপক্ষে সাদের স্পেলটি ছিল এমন—৪-৪-০-২। অবিশ্বাস্য এই রেকর্ডের মালিক সাদের নেতৃত্বেই নিজেদের ইতিহাসে প্রথমবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছে কানাডা। বহুজাতিক কানাডার বিশ্বকাপ দলকে 'বুড়ো'দের দলও বলা যেতে পারে। ১৫ সদস্যের এই দলে অলরাউন্ডার নিকোলাস কার্টন, দিলপ্রীত বাজওয়া ও হর্ষ ঠাকুর ছাড়া সবার বয়সই ৩০-এর বেশি। আর তাঁরাই দলের মূল শক্তি। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে কানাডার সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক (৮৭০) নবনীত সিং ঢালিওয়াল, যাঁর বয়স ৩৬ ছুঁইছুঁই। গত এক বছরে টি-টোয়েন্টিতে কানাডার হয়ে সবচেয়ে বেশি রান করা অ্যারন জনসনের বয়সও ৩৩। বোলিংয়েও একই চিত্র। টি-টোয়েন্টিতে কানাডার সর্বোচ্চ ৪৩টি উইকেট নেওয়া অধিনায়ক সাদের বয়সও ৩৭-এর বেশি। সর্বশেষ এক বছরে ৫ ইনিংসে ১৫ উইকেট নেওয়া একসময় পাকিস্তান অনূর্ধ্ব ১৯ দলের হয়ে খেলা পেসার কালিম সানার বয়সও ৩০-এর ওপারে। বিশ্বকাপ দলে তাঁর সঙ্গী দুই পেসার জেমি গর্ডনের বয়স ৩৭-এর বেশি, ডিলন হেইলিগারও পেরিয়ে গেছেন ৩৪।

তবে দলে তরুণ কেউই নেই, এমন নয়। ২৫ বছর বয়সী নিকোলাস কার্টনের যেমন বলার মতো কিছু পারফরম্যান্স আছে। যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আমেরিকা অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের শেষ ম্যাচে বারমুডার বিপক্ষে ১০ বলে ২৬ রান। ওই ম্যাচটা ৩৯ রানে জিতেই বারমুডাকে পেছনে ফেলে বিশ্বকাপ সুযোগ পায় কানাডা। ২৬ বছর বয়সী হর্ষ গত এক বছরে কানাডার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান (২০৭) সংগ্রাহক ও দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি (১৪)।

প্রথমবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলছে বলে কানাডার ক্রিকেট ঐতিহ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলার ভুল করবেন না! ক্রিকেট ঐতিহ্যে কানাডা অনেক ধনী। এমনকি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম জয়টা এই কানাডাই পেয়েছে। ১৮৪৪ সালে ইতিহাসের প্রথম আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচে তারা হারিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রকে। এই দুই দল আবার পড়েছে একই গ্রুপে। এদের ম্যাচ দিয়েই শুরু হয়েছে এবারের বিশ্বকাপ।

স্কোয়াড

সাদ বিন জাফর
অধিনায়ক
শ্রেয়াস মোভা
উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান
অ্যারন জনসন
ব্যাটসম্যান
ডিলন হেইলিগার
পেসার
দিলপ্রীত বাজওয়া
অলরাউন্ডার
জেরেমি গর্ডন
পেসার
জুনাইদ সিদ্দিকি
অলরাউন্ডার
কালিম সানা
বাঁহাতি পেসার
নবনীত ঢালিওয়াল
ব্যাটসম্যান
নিকোলাস কার্টন
অলরাউন্ডার
পরগাত সিং
অলরাউন্ডার
রবীন্দ্রপাল সিং
ব্যাটসম্যান
রাইয়ানখান পাঠান
অলরাউন্ডার
ঋষভ যোশি
বাঁহাতি পেসার
নিখিল দত্ত
অফ স্পিনার

কোপা আমেরিকা

পানামাকে গুঁড়িয়ে শিরোপার দাবি জোরালো করল উরুগুয়ে

আপনজন ডেস্ক: কোপা আমেরিকায় নিজেদের প্রথম ম্যাচে পানামাকে হারিয়েছে ল্যাতিনের অন্যতম পরাশক্তি উরুগুয়ে। শেষদিকের ২ গোলে ৩-১ গোলের বড় জয় পায় মার্সেলো বিয়েলসার শিষ্যরা।

ফ্লোরিডার মিয়ামিতে ম্যাচের প্রথমার্ধেই লিড নেয় উরুগুয়ে। ১৬ মিনিটে ম্যাতিয়াস ভিনার পাস থেকে ম্যাক্সিমিলিয়ানোর ডি বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া বাম পায়ের শট খুঁজে পায় গোলের নিশানা। ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় তারা। ৩০ মিনিটে ডারউইন নুনেজের ভলি শটও তালুবন্দি করেন এই গোলরক্ষক। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে আবারো হোসে ফাহার্দোর বাইসাইকেল কিক লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ১-০ ব্যবধানে পিছিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় দুইদল।

বিতরির পর আক্রমন পাল্টা আক্রমন হলেও গোলের দেখা পাচ্ছিল না কোনো দল। ৮৬ মিনিটেই দলকে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন ডারউইন নুনেজ। তার ভলি শট খুঁজে পায় গোলের ঠিকানা। ম্যাচের অতিরিক্ত সময়য়ের দ্বিতীয় মিনিটে ভিনা গোল করে দলের ব্যবধান বাড়ান তিন গোলে।

তবে যোগ করা সময়ের পঞ্চম মিনিটে পানামার হয়ে এক গোল শোধ করেন মিখাইল মুরিলো। পানামা কিছুটা ব্যবধান কমালেও ৩-১ ব্যবধানের জয়ে মাঠ ছাড়ে উরুগুয়ে।

জার্মানির 'শিশুশ্রম' নিয়ম ভেঙে ইয়ামালকে খেলালে শাস্তি হতে পারে স্পেনের

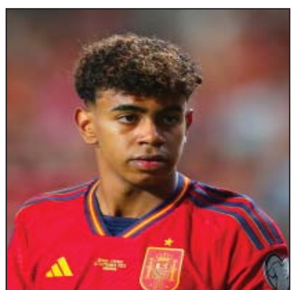

আপনজন ডেস্ক: জার্মান সংবাদমাধ্যম 'বিল্ড' যেমন জরিমানার শঙ্কার কথা জানিয়েছে, তেমনি এটাও জানিয়েছে, ব্যাপারটা এখনো তাত্ত্বিক হুমকির পর্যায়ে আছে। ডুসেলডর্ফে ইউরোর 'বি' গ্রুপের ম্যাচে আজ রাত ১টায় আলবেনিয়ার মুখোমুখি হবে স্পেন। ম্যাচটি জার্মানির সময় অনুযায়ী শুরু হবে রাত ৯টায়। দেশটির সংবাদমাধ্যম 'বিল্ড' জানিয়েছে, আলবেনিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে স্পেন তাঁদের ১৬ বছর বয়সী উইঙ্গার লামিনে ইয়ামালকে খেলালে জরিমানার সম্মুখীন হতে পারে। কেন? জার্মানির যুব প্রতিরক্ষা আইন অনুযায়ী, ১৮ বছরের নিচে যে কারও রাত ৮টার পর কাজ করা নিষেধ। জার্মানিতে এই আইন অনূর্ধ্ব-১৮ বছর বয়সী দেশি কিংবা বিদেশি যে কারও ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তবে খেলাধুলার ক্ষেত্রে আইনটি একটু শিথিল করা হয়েছে। জার্মানির খেলাধুলার অঙ্গনে অনূর্ধ্ব-১৮ বছর বয়সী কেউ রাত ১১টা পর্যন্ত খেলতে পারবেন। বার্লিনে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে স্পেনের ৩-০ গোলে জয়ের প্রথম ম্যাচটি শুরু হয়েছিল জার্মানির সময় অনুযায়ী সন্ধ্যা ৬টায়। সে ম্যাচে ইয়ামালকে ম্যাচের ৮৬ মিনিটে তুলে ফেরান তোরেসকে নামানো হয়। তবে গত শুক্রবার ইতালির বিপক্ষে স্পেনের দ্বিতীয় ম্যাচটি শুরু হয় জার্মানির সময় অনুযায়ী রাত ৯টায়। এ ম্যাচে ১-০ গোলে জিতেছিল স্পেন এবং ম্যাচের ৭১ মিনিটে ইয়ামালকে তুলে তোরেসকে নামান স্পেন কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তে। ইতালির বিপক্ষে ম্যাচে জার্মানির সময় অনুযায়ী ইয়ামালকে রাত ১০টা ৩০ মিনিট নাগাদ তুলে নেন স্পেন কোচ। কিন্তু তাতেই সমস্যাটি মিটে যাচ্ছে না। জার্মানির আইন অনুযায়ী, শেষ বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গে ইয়ামালের কাজ শেষ হয়নি। বিল্ড জানিয়েছে, ম্যাচ শেষে গোসল করা থেকে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলা এবং অন্যান্য যেসব আনুষ্ঠানিকতা থাকে, সেসব কিছুই কাজের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর এসব আনুষ্ঠানিকতার কোনো কিছু স্থানীয় সময় রাত ১১টা পেরিয়ে গেলে জরিমানা কিংবা নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হতে হবে। সেই জরিমানার অঙ্কটা হতে পারে ৩০ হাজার ইউরো।

শরণার্থীশিবির থেকে উঠে এসে অস্ট্রেলিয়া-বধের নায়ক গুলবদিন নাইব

আপনজন ডেস্ক: শৈশব কেটেছে পাকিস্তানের শরণার্থীশিবিরে। কোথায় বাড়ি, কোথায় ঘর, কীই-বা ঠিকানা—১১ বছর বয়স পর্যন্ত নিজের এ পরিচয়টাও জানতেন না। যখন জেনেছেন, শুনেছেন যুদ্ধবিধ্বস্ত নিজ দেশ আফগানিস্তানের কথা। তবুও ফিরতে চেয়েছেন, পরিবারের পুরোনো কাপড়ের ব্যবসার হাল ধরতে চেয়েছেন। কিন্তু পারেননি। কীভাবে পারবেন?

তখন তো 'কাছা ঘাড়ি' শরণার্থীশিবির থেকে বের হওয়াই ছিল তাঁদের জন্য কঠিন। মৌলিক চাহিদা মিটিয়ে বেঁচে থাকার জন্যই প্রতিদিন লড়াই করতে হতো তাঁর পরিবারকে। লড়াই করে জীবন এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে বলেই হয়তো বডিবিল্ডার হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। গল্পটা আফগান অলরাউন্ডার গুলবদিন নাইবের। নিজের আসল বাড়ির আঙিনা থেকে বহুদূরে, পরবাসেই ক্রিকেটের হাতেখড়ি হয় তাঁর। কে জানত, সেই ছেলেটার হাত ধরেই একদিন অস্ট্রেলিয়া-বধের গল্প লিখবে আফগানরা, গড়বে

ইতিহাস! সেটাও আবার বিশ্বকাপের মঞ্চে, পূর্ণ শক্তির অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। আজ ৪ ওভারে ২০ রান দিয়ে ৪ উইকেট নিয়েছেন আফগান অলরাউন্ডার, যা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দ্বিতীয় সেরা বোলিং ফিগার। তিনি আউট করেছেন ম্যাক্সওয়েল, মার্কাস স্টয়নিস, টিম ডেভিড ও প্যাট কামিন্সকে।

অস্ট্রেলিয়ার লক্ষ্য ছিল ১৪৯ রান, এমন পরিস্থিতিতে ৩২ রানে ৩ উইকেট হারায় অস্ট্রেলিয়া। সেখান থেকে ৩৯ রানের জুটি গড়েন ম্যাক্সওয়েল ও স্টয়নিস। মূলত এরপরই গুলবদিন ম্যাচের ভাগ্য বদলে দেন। তাঁর বাউন্সারে ইনিংসের ১১তম ওভারে আউট হন ছন্দে থাকা স্টয়নিস। টিম ডেভিডও উইকেটে থিতু হতে পারেননি। নিজের পরের ওভারে তাঁকেও আউট করেছেন গুলবদিন। তবু ম্যাক্সওয়েল ছিলেন!

সেই ম্যাক্সওয়েল, যার কারণে সর্বশেষ ওয়ানডে বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়াকে ২৯২ রানের লক্ষ্য দেওয়ার পর ৯১ রানে ৭ উইকেট তুলে নিয়েও জিততে পারেনি আফগানরা। একাই করেছিলেন অপরাজিত ২০১ রান। সেদিন গুলবদিন আফগানিস্তান দলে ছিলেন না। আজ মাঠে থেকে তেমনটা তিনি হতে দেননি। পরের ওভারেই ৫৯ রান করা ম্যাক্সওয়েলকে ফিরিয়েছেন। এরপর আউট করেছেন কামিন্সকে। টানা ৪ ওভারের স্পেলে ৪ উইকেট নেওয়া গুলবদিন শেষ দিকে দুর্দান্ত এক ক্যাচ নিয়ে ফেরান অ্যাশটন অ্যাগারকে। জানিয়ে রাখতে হচ্ছে, এই ক্যাচটি নেওয়ার আগে নিজের শেষ ওভার খানকিটা চোট নিয়েই করেছিলেন তিনি।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**